উষাহরণ

গীতাভিনয়।

৮৪২

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা

পাতরিয়া-ঘাটা ৪৭ সংখ্যক ভবনে
সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীঈশানচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

৮৪২

বিজ্ঞাপন।

মহামহিমাসম্পন্ন দেশমান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর বাহাদুর মান্যবরেষু।

নিবেদন মেতৎ।

এই কবিকুল-চূড়ামণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত উষাহরণ নামক অংশটি মৎ কর্ত্তৃক গীতাভিনয়চ্ছলে পরিবর্ত্তিত হইয়া এতদ্দেশে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু দুর্দ্দৈব বশত তন্মধ্যবর্ত্তী কয়েকজন প্রধান প্রধান অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে আমাকে এককালিন যারপর নাই নিরুৎসাহি এবং ভগ্নোদ্যম হইতে হয়, সুতরাং সেই অভিনয়সূচক বিশুদ্ধ আমোদে একবারে জলাঞ্জলি দিতে হইল। এবং তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তিরও সম্পূর্ণরূপ বিকৃতি ভাব উপস্থিত হওয়াতে আমি এক প্রকার আস্থাশূন্য হইয়া পড়িলাম।

সংপ্রতি কতিপয় সহৃদয় বিদ্যোৎসাহি বান্ধববর্গের উৎসাহে সাহসী হইয়া এই উষাহরণ গীতাভিনয় খানি মুদ্রিত করিয়া আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আপনি মদ্রচিত শকুন্তলা গীতাভিনয় খানির প্রতি যে যথোচিত প্রযত্ন এবং উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া নিজব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছি। দ্বিতিয়তঃ এবারেও

সাহস পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া আপনার সকরুণ দৃষ্টিপথে সমর্পন করিলাম। যদিও ইহা আপনার বিশুদ্ধ নেত্রপথের যোগ্য নহে, তথাপি আমার ইদৃশ সাহসের কারণ এই যে, পরেশ মণির সংযোগে যেমন লৌহপিণ্ড সুবর্ণাকার ধারণকরে, তদ্রূপ আমার এই লৌহরূপ কঠিন এবং কর্কশ গ্রন্থখানিও আপনার পরেশ সদৃশ দৃষ্টিযোগে অনায়াসেই কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়া সাধারনের আদরণীয় হইতে পারে সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রার্থনা যে আপনি এবং অন্যান্য সরল-হৃদয় পাঠকবর্গ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির উপর দয়াদ্রচিত্তে এক একবার অবসরক্রমে দৃষ্টিপাত করিলে আমি শ্রমের সার্থকতা লাভ করিব ইতি।

কলিকাতা
সন ১২৮১
২৫ শ্রাবণ।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং বলাগড়।

উষাহরণ-গীতাভিনয়।

নটের প্রবেশ।

(গীত)

রাগিণী ইমন্—তাল চৌতাল।

প্রণমতি পরমেশং।
অশেষ গুণধারণং, পরমার্থ পরাৎপর গজাস্য
গণেশং॥
খর্ব্বাকৃতি সর্ব্বাধার, মর্ম্মজ্ঞানাতিত যার,
সর্ব্বত্র শিব সঞ্চার, স্মরণে বিশেষং॥

রাগিণী ইমন্—তাল আড়া।

কালী কাল বরণী।
কালভয় নিবারিণী, কালকূটকণ্ঠ মহাকাল
কামিনী॥

ত্রিগুণা ত্রিতাপহরা, ত্রিনেত্রা ত্রিপুরা তারা,
ত্রিদেব সুতৃপ্তকরা, ত্রিলোক তারিণী ॥

নট।—আহা! আজ্ আমার কি সৌভাগ্য! আমি এতাবৎকাল এতদ্দেশীয় বহুতর সভা দেখেছি, কিন্তু অদ্যকার মত অভূতপূর্ব্বা অসদৃশী সভা ত কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুরগণ সমাধিষ্ঠিত ইন্দ্রসভা দৃষ্টে যাঁহারা অতীব আশ্চর্য্য এবং অলোকসম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন, বর্ত্তমান সভা দেখ্‌লে বোধ হয় তাঁহাদের সে ভ্রান্তি দূর হয়। কারণ সুরসভা একা দেবরাজ দ্বারা শোভিতা, এ সভা শত শত ইন্দ্রসদৃশ অতুল প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যশালী সুধীসম্পন্ন সভ্য সমূহে সমভাবে শোভা বিস্তার কচ্চেন। কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ মহানুভব বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, জনগণের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। বোধ হয় আমার সৌভাগ্যক্রমেই এরূপ সংঘটন হয়ে থাক্‌বে. তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার তেমন গুণ নাই, তা হলে বোধ করি প্রথমতঃ এই সভার সৌন্দর্য্য বর্ণনেই সভ্যগণের চিত্ত প্রসন্ন কর্ত্তাম্। এবং আপনিও কার্য্যের সার্থকতা লাভ কর্ত্তাম্। কি করি, বোবের স্বপ্নপ্রায় মনোদুঃখ মনোমধ্যেই গোপন কর্ত্তে হলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) তবে প্রেয়সি! ত্বরায় এক বার এখানে এস দেখি?

(নটীর প্রবেশ।)

রাগিণী কানাংড়া—তাল আড়া।

প্রেয়সি প্রেয়সি বলে আজ্ কেন হে এত আদর।
ভাবিয়ে যে পাইনে নাথ, বল কোন্ ভাবের ভাব এ তোমার।
হাসি পায় দুঃখও ধরে, কখন কি ভাব উদয়ান্তরে,
আমরা নারী মরি ডরে, হে গুণাকর।
তাই তোমায় সুধাই হে সখা, কি ক্ষণে আজ্ হলো দেখা, বিধুমুখে মধু মাখা, শুনিলাম প্রিয়সি স্বর।

নটী। কি হে সখা! আজ্ আমার যে বড় সৌভাগ্য দেখ্ ছি.—যার কখন নাই ইতু পূজা, রাতারাতি দশভূজা,— বলি কথাটা কি?

নট। কেন প্রিয়ে এটা কি তোমাদের স্ত্রীলোকের একটা স্বধর্ম্ম, যে আমরা হাজার করে মলেও তার নাম নাই, চির-কালটাই ত এইরূপ ঘণ্টার গরুড়ের মত দিবা রাত্র জোড় হস্তে আছি, বিষয়কর্ম্ম, লোকধর্ম্ম সকল ত্যাগ করে কেবল চিরবিক্রীতের ন্যায় মন যোগাচ্ছি তাতেও কি তোমার অনাদর, এততেও মন উঠ্ লো না।

নটী। ওহে ওকথাটা আমাদের পক্ষে, কেন না, মেয়েমানুষ স্বভাবতই পরবশ। দেখ, হাত, পা, মুখ, চক্ষু সকলই আছে, কিন্তু সে কেবল চিনির বলদ, কথা মাত্র সার, পুরুষের কাছে সকলই বদ্ধ। বল, বুদ্ধি, কৌশল, কিছুই খাটে না। আমাদের স্ত্রীলোকদের শরীরে যদি সব গুণই থাকে, তথাপি চোরের ন্যায় পুরুষের নিকট সদা সাপরাধি। আর তোমাদের ভাই একটু পানে থেকে চুন খস্‌লে আর রক্ষা থাকে না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

সকলই রমণীর প্রাণে সয়। হে রসময়।
সহজে অবলা নারী সরল হৃদয়॥
মার রাখ দাও যন্ত্রণা, তখনই দুঃখে মগনা,
হেঁসে কথা কৈলে মনে আর কিছু থাকে না,
ধিক্ নারী জনমে সদা লাঞ্ছনা, সুখের মধ্যে
যেচে মান কেঁদে সোহাগিনী হয়।

নট। প্রিয়ে! তুমি যা বল্‌চ, সকলই সত্য, তবে আমাকে তুমি কোন প্রকারে দোষী কর্ত্তে পার্‌বে না, দুট কথা বলা দরে থাক্‌ কখন তুমি ছেড়ে তুই বলি নি।

নটী। সখা! কথায় কথায় করে রিশ। মুখে মধু হৃদে

বিষ॥ তাই বলি লোকের মনের কথা কে বল্‌তে পারে। ভাই! যে মুখেতে মধু,আবার সেই মুখেই বিষ উৎপত্তি হয়।

নট। বিধুমুখি! তুমি যাই ভাব, আর যাই বল, আমি ধর্ম্ম পক্ষে স্থির আছি তাতে কোন মতেই আমাকে অপরাধী কর্ত্তে পার্‌বে না, আমার উপর সে অভিমান করা উচিত নয়।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

করো না করো না অভিমান, অরে অরে প্রাণ।
যেখানে সেখানে থাকি মন বাধা তব স্থান।
তুমি যা ভাব প্রেয়সি, তাহে আমি নহি দোষী,
ও মুখ শরদ শশি, দিবা নিশি করি ধ্যান।

নটী। (হাস্যমুখে) না না সখা, তবে কি না আমাদের স্ত্রীজাতির একটা সধর্ম্মই যে আপন প্রিয়জনের কাচে গেলেই আগে দুট আদর কাড়ালে কথা কইতে হয়, তা ভাই মনে কিছু কর না। এখন কথাটা কি বল দেখি?

নট। প্রিয়ে আর কিছু নয় তবে কি না যে কোন খাদ্য সুমিষ্ট বোধ হয়, তা আপন প্রিয়জনকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়, যে বিষয় অতি শ্রুতমধুর হয় তা আগে প্রিয়াকে শোনাতে ইচ্ছা হয়, এবং যে বিষয় দেখ্‌লে মনের প্রফুল্লতা জন্মে, তাহাও প্রণয়াস্পদকে না দেখালে প্রাণ তৃপ্ত হয় না।

অতএব আজ্ এই সুন্দর সভার শোভা দেখাবার জন্যই ডেকেছি। দেখ দেখি এমন বিবিধ বিদ্যা, রূপ. গুণ সম্পন্ন জনগণের একত্র সমাগম কখন দেখেছ কি ?

নটী। কৈ প্রায় ত দেখা যায় না,—তবে এঁদের অভিপ্রায় কি, জেনেছ ?

নট। বোধ হয় তোমার সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণের মানস।

নটী। সে কিহে নাথ এটা যে অসম্ভব কথা, আমারা অতি সামান্য ব্যক্তি এমন কি বিষয় জানি যাতে এই সভ্যগণের মনোরঞ্জন হতে পারে।

নট। তা সত্য, তবে কি না একটী কথা আছে "সাধ্‌লেই সিদ্ধ" সাধনে দেবতারা বাধ্য হন,—মনুষ্যের প্রসন্নতা লাভ কর্ত্তে পার্‌ব না ?

নটী। তা বটে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে। তবে এখনকার সভ্যগণ অধিকাংশই নাটক প্রিয়, আমাদের সঙ্গীতে কি মনঃসংযোগ কর্‌বেন ?

নট। কেন প্রিয়ে তুমি ত একদিন আমাকে বলেছিলে, যে, যদি মনের মত শ্রোতা পাই তবে একটী অভিনব গীতাভিনয় প্রকাশ করি।

নটী। হাঁ হাঁ নাথ ভাল মনে করেছ, অদ্যকার সভাও তদুপযোগী বটে।

নট। সুন্দরি! কোন্ বিষয়ের গীতাভিনয়?

নটী। উষাহরণ ও বাণযুদ্ধ।

নট। হাঁ ওটা শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত নূতন ব্যাপার বটে, এজন্য সভ্যগণের আদরণীয় হতে পারে। অতএব চল আমরা এক্ষণে ত্বরায় অভিনয়োচিত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসি।

নটী। হাঁ তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

—০—

(পারিপার্শ্বিক।)

ত্রিপদী।

শ্রবণে অমৃতময়, সর্ব্বপ্রিয় রসালয়
উষা অনিরুদ্ধ বিবরণ।
বাণ নামে ছিল রাজা, মহি মধ্যে মহাতেজা,
বিক্রমে বিজয়ী ত্রিভুবন॥
উষা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহিধন্যা,
সংসারে নাহিক তার সম।

সখী সঙ্গে অবিরত, বাল্যক্রীড়া করে কত,
ক্রমে ক্রমে বাড়ে বয়ঃক্রম ॥
যেন কোন অভিপ্রায়, উষা দেহে উষা প্রায়,
যৌবনরূপ ভানু সমুদিত।
দিন পেয়ে হীন ভয়, হৃদি পদ্ম প্রকাশয়,
আঁখি ভৃঙ্গ ব্যাগ্র সমুচিত ।।
এইরূপে রসবতী, হয় শোড়ষী যুবতী,
তথাপি বিবাহ নাহি হয়।
মন দুঃখ মনে মনে, রাখে ধনী প্রাণপণে,
সখিদের তথাপি না কয় ।।
এক দিন রাত্র শেষে, আছে ধনী নিদ্রাবেশে,
হেনকালে দেখিল স্বপন।
রসময় গুণাকর, পুরুষ এক মনোহর,
আসি করে প্রেম আলিঙ্গন ।।
নিদ্রা ভঙ্গে নিশি ভোরে, না হেরে সে মনচোরে,
অমনি অধৈর্য্য ধরাসনে।
কি হল কি হল বলে, সখিগণ ধরে তোলে,
শতধার বহে দুনয়নে ।।
জিজ্ঞাসিলে পরিচয়, কোন কথা নাহি কয়,
শ্বাস মাত্র বহে দীর্ঘতর।
সবে বলে একি দায়, কি হবে এর উপায়,
উৎকণ্ঠিতাভাবে পরস্পর ।।

রাগিণী পরজ্ তাল তিওট্॥

করহে শ্রবণ সুরস কীর্ত্তন।
যেইরূপে উষাসঙ্গে হলো অনিরুদ্ধের সম্মিলন।
শ্রবণে অতি মাধূর্য্য, কৃষ্ণলীলা কি মাশ্চর্য্য,
রসিক রঞ্জন, আছে পুরাণে পূর্ণিত রস বচন॥

মাধবী। সখি চন্দ্রাবতি! তুমি কি এর ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ, কেন না তোমার সঙ্গেই রাজনন্দিনীর খোলাখুলিটে কিছু জেয়াদা দেখ্‌তে পাই।

চন্দ্রাবতী। সে কি গো! এটা কি আমার মন ছলে দেখ্‌চ নাকি;। আমি ত জানি তুমিই এর মূলাধার, ঠাকুরঝী ত তোমার অনবধানে কখন কোন কাজ করেন না, তুমিই ত ওঁর গুরুমহাশয়, যা শেখাও তাই শেখেন, যা করাও তাই করেন।

মাধবী। না সখি আমি দিব্বি কর্ত্তে পারি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি না (উষার প্রতি) হাঁগো রাজকন্যা আমরা ত জন্মাবধি তোমার সঙ্গে একত্রে মনের সুখে সদা আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন কচ্চি, তুমিও আমাদের কখন পর ভাব না, তবে এবার এমন হলো কেন মনের কথাটী কি খুলে বল্‌তে হবে।

রাগিণী কালাংড়া তাল আড়া।

কি সাধে বিষাদ মনে আছলো অধোবদনে।
শশিমুখ শুখায়ে কেন শতধার বহে নয়নে।
মার্জ্জিত সুবর্ণলতা, সে বর্ণ লুকাল কোথা,
কোথা বা সে মধুমাথা হাসি এক্ষণে, শুনি তাই
বল প্রকাশি, কি ব্যাধি ঘটিল আসি, দেখে মরি
আমরা দাসী ভাসিগো দুঃখ জীবনে॥

চন্দ্রা। সখি গতিক বড় ভাল নয়। চল নয় একবার চিত্রলেখাকে ডেকে আনি।

মাধবী। হাঁ ভাল বলেছ তিনি এ সকল রোগের ধন্বন্তরি. রোগীর মুখ দেখে রোগ টেনে বার করেন, চল তাই যাই (পশ্চাদ্দৃষ্টে) ঐ যে মেঘ চাইতেই জলের উদয়, সখি আর যেতে হবে না--ঐ দেখ চিত্রলেখা আপনিই আস্‌ছেন।

চিত্র। কি গো? তোদের আজ এমনধারা দেখ্‌চি কেন: (সচকিতে) ওমা এ আবার কি? উষার আবার কি হয়েছে, এমন মলিন বদন, সজলনয়ন, ছিন্নভূষণ. ধুলায় পড়ে রোদন কচ্চেন, বলি কথাটাই বা কি? মায়ে ঝিয়ে কি আর কারও সঙ্গে ত কোন বচসা হয় নি।

চন্দ্রা। কৈ না—আমরা ত ওঁর কাছ ছাড়া একদণ্ডও নই. আজ দশদিন ত মায়ে ঝিয়ে, কথা দূরে থাক, দেখাটাও হয়

নি:—আজ্ সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে পর্য্যন্ত এইরূপ দেখ্‌ছি, ভাল মন্দ ভাই কিছুই জানি না—ডাক্‌লে কথা কন্ না,—বুঝালে বুঝেন না,—কেবল রোদন কচ্ছেন, জিজ্ঞাসা কর্‌লে এক এক বার কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন, এখন তুমি এস্‌ছ, ভাল হয়েছে, যা হয় কর ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

সখি দেখ যদি পার জান্তে।
হইয়ে, সচিন্তে, ঠাকুরঝি কিভাবে ভাবান্তর ভাবে
ভাবে নিশি দিবে, মানস ভ্রান্তে।
জিজ্ঞাসিলে কথা কয়না কার সনে, নয়ন জল
ধরা যায় না ধরাসনে, প্রবোধ অনুরোধ নাহি
মানে মনে, কি জানি কি দুঃখে দহে একান্তে।

চিত্র। ওলো সখিগণ! তোরা এর কি বুঝ্‌বি বল, ভুক্ত-ভোগি ভিন্ন কার সাধ্য এ রোগ চিন্তে পারে, একবারকার রোগী,—আরবার কার ওঝা. এও কি জানিস্‌নে, এই দেখ এখনই রোগের মত ঔষধ দিচ্চি (ঊষার প্রতি) হাঁগা রাজ-নন্দিনি তুমি কি পাগল হয়েছ, ওঠ ওঠ, যার জন্যে যা—তা আমি সকলই বুঝেছি, আমাদের কাছে তা তোমার বল্‌তে লজ্জা কি ?—তোমার মনের ভাব কি আমাদের এখনও

বুঝ্‌তে বাকি আছে, (উষার হস্তধারণ) উঠ উঠ, এখনি তোমার মনোদুঃখ দূর কচ্ছি, তায় ভাবনা কি ?—এমন কথাটা কি—বল দেখি শুনি।

উষা। প্রাণসই! বলছ বটে কিন্তু সে অসাধ্য—আর কি বল্‌বো।

রাগিণী টৌরি ভৈরবী।—তাল একতালা।

বল্‌বো কি গো সখি বিরহে প্রাণ যায়।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে নাথ লুকাল কোথায়॥
ওরে নিদারুণ বিধি, এ তোর কেমন বিধি, দিয়ে হরে নিলি নিধি, বধি অবলায়; কি কাল নিদ্রা ভঙ্গ হল, সুখ সর্ব্বরী পোহালো, প্রাণনাথ কোথা রহিল, বলগো আমায়॥

চিত্র। (হাস্যমুখে) বলি এই কথা আর ত কিছু নয়, হাঁগো এর জন্য এত কাতর কেন ?—এখনই তোর স্বপ্ন-বিলাসী মনচোরকে ধরা দূরে থাক্, বেঁধে এনে দিব, এখন একটু ধৈর্য্য হও ব্যস্ত হলে চল্‌বে না।

উষা। প্রিয়সখি! তুমি বলছ বটে, কিন্তু দেখ একে এই যৌবনকাল, তাতে ঋতুরাজ বসন্তের আধিপত্য, আবার এই বিষম স্বপ্ন দর্শন, হাঁ সই! একা প্রাণে কত সবে বল দেখি।

মাধবী। (হাস্যমুখে) তাইত সখি লোকের একটায় রক্ষা

সেই আমাদের ঠাকুরঝির শরীরে একেবারে মণি কাঞ্চনাদি ত্রিবিধ যোগের সংযোগ হয়েছে।

উষা। সখি মাধবি! তুমি এখন কি রসরঙ্গের সময় পেলে।—

চিত্র। কেন গো, এত উতলা কেন?

রাগিণী কালাংড়া।—তাল আড়খেমটা।

এত ব্যস্ত কেন ধনী,　ওগো রাজনন্দিনি!
তোমার চোরধরাফাঁদ পাতি এখনি॥
উতলা হলে কি হবে, আশয়ে মন ছদিন সবে,
বিলম্বে কাজ সিদ্ধ সবে, বলে ওলো চাঁদবদনি।

পারিপার্শ্বিক।

পয়ার।

এই বলি যোগমায়া মহামন্ত্রবলে।
চিত্র করে চিত্রে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে॥
দেবাদি গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষো নরলোকে।
বিচিত্র দেখে সে চিত্র চমৎকৃত লোকে॥

নাগাদি কিন্নর লোক লিখি চিত্র পটে।
দেখাবারে যায় ধনী ঊষার নিকটে॥

চিত্র। নৃপসুতে! দেখ এই চিত্রপটে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ত্রিভুবন চিত্রিত, করেছি;—এই দেখ দেবলোক, এই গন্ধর্ব্ব, আর এই দেখ নরলোক, এর মধ্যে তোমার সেই চিত্তচোর আছে কি না?

ঊষা। কৈ, না সখি আর কি সেই বিচিত্র চিত্তহররূপ এই পাপনয়নে দেখতে পাব?

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল আড়া।

সই রে, সেরূপ স্বরূপ আর কি হেরিব নয়নে।
যেরূপ জাগিছে আমার জাগ্রত স্বপনে মনে।
এ চিত্রে কি চিত্ত হরে, যে চিত্র আছে অন্তরে,
চিত্রে গো সুচিত্র করে, দেখাও সেই চিত্তরঞ্জনে॥

চিত্রা। কি আশ্চর্য্য! ওলো চন্দ্রাবতি, দেখ দেখি এই বিচিত্র চিত্রপটুতায় আমার নাম চিত্রলেখা হয়েছে, আর এই চিত্রপটে আমি চতুর্দ্দশ ভুবন চিত্রিত করেছি, তথাপিও সেই ঊষার চিত্তচোরের অনুসন্ধান হল না। দেবতাই হোক বা নরলোকই হোক, কিম্বা গন্ধর্ব্বাদিই হোক, আমার এই চিত্রফলকের মধ্যে সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি দেখতে

পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই, তবে কেনই বা সেই স্বপ্ন বিলাসীর প্রতিমূর্ত্তি পরিদর্শিত হল না—

চন্দ্রা। তাই ত সখি, আমরাও আশ্চর্য্য হয়েছি—কেন না অন্যের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ছত্রিশকোটী দেবতাও তোমার ঐ অলোকসম্ভূত চিত্রকৌশলগুণকে অতিক্রম কর্ত্তে পারেন না, তবে কেনই বা সেই প্রবঞ্চক চোরের নিদর্শন হল না। (উষার প্রতি) প্রাণসখি অতি স্থিরমনে, অজলনয়নে, আর একবার নয় ভাল করে দেখ, অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে, এই চিত্রপটেই তাঁর দর্শন পাবে,—

চিত্রা। না, না, সখি ভুল হয়েছে,—তাই ত বলি,--ওলো দ্বারকাপুরী লেখা হয় নি, (চিত্রলেখার পুনঃ চিত্রপটে লিখন) রাজনন্দিনি এইবার দেখ দেখি, এই দ্বারকানাথ কৃষ্ণ,—

উষা। ব্যস্তভাবে কৈ, কৈ, সখি ভাল করে দেখি, আহা! কি আশ্চর্য্যরূপ, সখি কালরূপের এমন শোভা ত কখন দেখি নি, যা হউক এই আকৃতিই বটে—

চিত্রা। তবে আর ভাবনা কি! এই দেখ কৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প (তদ্দৃষ্টে উষা লজ্জায় অধো মুখী হইয়া মস্তকে অবগুণ্ঠন প্রদান করেন) রাজনন্দিনি, বুঝেছি আর যাও কোথা, এইবার দেখ দেখি (অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি দেখে উষা উন্মত্তার ন্যায় ত্রস্তভাবে সখি এই ধরেছি) চিত্রলেখা না, না, না, এ যে

চিত্রপটে সেই কন্দর্পকুমারের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করেছি (স্বগত) হায়! নিষ্ঠুর অনঙ্গের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা,—এমন সরল হৃদয়া অবলাকেও একেবারে উন্মাদিনী করেছে, চিত্রমূর্ত্তিকেও জীবিতেশ্বর জ্ঞানে আক্রম কর্ত্তে যাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য! (প্রকাশে) নৃপসুতে চিন্তা কি? এখনই তোমার সেই প্রাণেশ্বরকে এনে দিব, স্থির হও।

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালি।

কেন আর বিরসবদনে বিনোদিনী।
আমি চলিলাম দ্বারকাপুরে আনিতে তোর গুণমণি।
অবলার মন চুরি করে, আর কোথা পালাতে পারে, ধরবো চোরে বাঁধব জোরে, প্রণয়ডোরে, এনে দিব সে নাগরে, রেখে হৃদিকারাগারে,
দণ্ডে দণ্ডে মান দণ্ড করলো বিধুবদনী।

ঊষা—। সখি! তবে আর বিলম্ব করো না, দ্বারকায় যাত্রা কর।

চিত্রা—। ঐ ত তোমার এখন আন্ বল্‌লে টান্ সয় না, আমায় যেতে হবে, চারি দিক্ ভাব্‌তে হবে, সকল কর্ম্মের আগে একটা ভাল মন্দ বিবেচনা চাই, আমরা তোমার

দাসী, যা বল্‌বে তাই কর্ত্তে হবে সত্য, তবে একটা কথায় বলে আপ্ত রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।

উষা—। সখি! বুঝেছি, তবে তোমার সেখানে যেতে ভয় হচ্ছে।

চিত্রা—। রাজনন্দিনি! তা মিছে নয়, আমি কোন্ ছার, সেখানে যমের যেতে ভয় হয়, ছাপ্পান্ন কোটী যদু-বংশে সেই পুরিখানি রক্ষা কচ্ছে, একটী মাছি প্রবেশ হতে পারে না, আমি ত মানুষ।

উষা—। তবে আর রত্নলোভে অকুলসমুদ্র ছেঁচে কি হবে, এখন বুঝ্‌লাম যে কালরূপই আমার কালস্বরূপ হয়ে, স্বপ্নে দেখা দিয়েছে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

আমার কাল হল সেই কালরূপ বুঝিলাম এখন।
নৈলে কেন স্বপ্নে দেখা দিয়ে হল অদর্শন॥
বৃথা আর পাইতে নিধি, সিঞ্চন করি জলধি,
প্রাণ ত্যজে আজ্ দেখ্‌বো যদি জন্মান্তরেও পাই সে ধন॥

চিত্রা—। (হাস্যমুখে) তা বটে বটে, সেটা ত লোকে দেখ্‌তেই পাচ্ছে, এখন যমের মুখে চল্লাম, পরমায়ু থাকে

ফিরে আস্‌ব, নৈলে তোমার মরণ জীবনের ঔষধই আগে চল্লেন।

উষা—। সখি! শুনেছি যাত্রাকালে দুর্গানাম কল্যে কোন বিপদ্ থাকে না, এবং সকল মঙ্গল হয়। অতএব এস, আমরা সকলে একত্রিত হয়ে, সেই বিপদোদ্ধারিণী জগত্তারিণী, আশুদুঃখনাশিনী, আশুতোষগৃহিণীকে স্মরণ করি।

চিত্রা—। তাই এস, তবে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করি, তা হলেই তিনি আমাদের প্রতি বরদা হবেন।

দুর্গার স্তব।

জয় জয় যোগাদ্যা যোগেশী যোগমায়া।
জগতজননী জয়া যোগেন্দ্র জায়া॥
জয় জয় দুর্গা দুষ্ট দনুজদলনী।
প্রণমামি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
জয় জয় সুরেশ্বরী শিবে শুভঙ্করী।
সতী সনাতনী সাধ্বী শর্ব্বাণী শঙ্করী॥
জয় জয় ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিনয়নী।
প্রণমামি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥

জয় জয় ভব ভবাভয়া ভবদারা।
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভক্ত ভয়হরা ॥
জয় জয় গিরিকন্যা গণেশজননী।
প্রণমামি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥
জয় জয় অপর্ণা অম্বিকা অম্বা উমা।
অনাদ্যা অন্নদা আদ্যা অদ্যয়ানুপমা ॥
জয় জয় কামিক্ষ্যা কামদা কাত্যায়নী।
প্রণমামি দেবী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কোথা মা অপরাজিতে আদ্যা অনন্তরূপিণী।
ঘুচাও মা মনেরই দুঃখ দুর্গে দুর্গতিনাশিনী ॥
কুলকুণ্ডলিনী সতী, আমি কন্যা কুলবতী,
প্রাণ রাখ মা দিয়ে পতি, ওগো পতিতপাবনী ॥

পারিপার্শ্বিক।

(ধূয়া।)

শুন শুন সভাজন, কি আশ্চর্য্য ঘটন।
উষাবতী পার্ব্বতী পূজায় দিল মন॥
সখী সঙ্গে কৃতাঞ্জলি মুদ্রিত নয়ন।
সাধনে হয়ে সদয়া, অভয় দিয়ে অভয়া,
চিত্রার প্রতি দৈববাণী হইল তখন।
দ্বারকাপুরে সত্বরে করহ গমন॥
দিলাম এই মন্ত্র বলে, সর্ব্বত্রে যাবে কুশলে,
অনিরুদ্ধে আন ছলে, করিয়ে হরণ।
যোগমায়া মন্ত্র পেয়ে সহাস্যবদন।
তবে ধনি উষাপ্রতি কহে বিবরণ॥
তবে উষা রসবতী, পুলকে পূর্ণিতা অতি,
চিত্রলেখায় বলে তবে মধুর বচন॥

উষা—। সখি! তবে আর বিলম্ব করো না। আমি সেই প্রাণেশ্বর বিনা পলকে প্রলয় জ্ঞান কচ্ছি। প্রতিক্ষণ-বৎসর চারিদিক্ শূন্য, গৃহ অরণ্যপ্রায় দেখ্‌ছি, সখি রে!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
কলিকাতা

ত্বরায় সেই দ্বারকায় গিয়ে আমার হৃদয়বল্লভকে এনে তাপিত-তাঙ্গ শীতল কর।

রাগিণী বেহাগ—তাল জৎ।

যা গো সখি আনিতে মোর মনোরঞ্জন।
প্রাণ সই কত সই প্রাণের কালবরণ॥
বিনা কত কাল আর রাখি জীবন।
যে দিন তায় স্বপনে হেরি, মনঃ ফিরাতে নারি,
দাসী হয়ে আছি তারি, সঁপে জীবন যৌবন॥

চিত্রলেখার দ্বারকায় গমন।

(ধূয়া।)

যোগমায়া মন্ত্র পেয়ে চিত্রা হৃষ্টমতি।
নিশীথ সময়ে উপনীত দ্বারাবতী।
দ্বারে দ্বারি প্রহরী নিদ্রায় অচেতন।
দেখে ধনী পুরীমধ্যে প্রবেশি তখন।

মন্ত্রবলে দ্বার মুক্ত করি চিত্রলেখা।
ফেরে কিবল অনিরুদ্ধের পাইবারে দেখা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে দেখে এক ঘরে।
নিদ্রা যায় অনিরুদ্ধ পর্য্যঙ্ক উপরে।
দেবিদত্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করি।
পর্য্যঙ্ক সহিত অনিরুদ্ধে নিল হরি।

চিত্রলেখার অনিরুদ্ধেরসহ উষার ভুবনে উপনীত।

চিত্রা। কৈ গো রাজনন্দিনি, কোথায় ?

উষা। এস এস !—হাঁ সখি তোমায় একাকিনী দেখ্‌ছি যে, যে জন্য গেলে তার কি হলো, তবে বুঝি যাওয়া হয় নি।

চিত্রা। কেন মনে কি সন্দেহ হচ্ছে, ভাল ভাল ক্রমে আরও কত হবে।

উষা। না, না সখি তা নয়, পোড়া মন যে কেমন হয়েছে, যা ভাবি যেন মন্দটাই আগে এসে দেখা দেয়। সত্যি করে বল না ভাই তার কি হলো ?

রাগিণী পরজ—তাল মধ্যমান।

কি হলো কি হলো বল্ গো শুনি, সজনি !
কেন হেরি একাকিনী, এলে সে দ্বারকা হতে কৈ
এলো সে গুণমণি।
সত্বরে সত্য সংবাদ বল ধরি পায়, কি করে
এলেগো সখি দুঃখিনীর উপায়, যে দেখি মোর
দুরাদৃষ্ট, মনে হয় সদা অনিষ্ট, কি জানি কি
করেন কৃষ্ণ, তাই ভাবি দিবা রজনী।

মাধ। সখি ! তোমায় আর কি বল্‌বো, তুমি দ্বারকায় গেলে পর আমারা রাজনন্দিনীকে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর্‌বার অনুরোধ কল্যেম, তা উল্‌টে আমাদের উপর রাগ প্রকাশ কল্যেন সুতরাং আমাদেরও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সারানিশি ওঁর সঙ্গে এই গবাক্ষ দ্বারে কেবল তোমার আশাপথ নিরীক্ষণ কচ্ছি। তবে এখন কর্ম্ম সিদ্ধি হয়েছে ত ?

চিত্রা। (হাস্যমুখে) ওলো চিল্ পড়্‌লে কুট না নিয়ে কি ফেরে, আমি চিত্রলেখা, যেখানে ছুঁচ চলে না, সেখানে বেটে চালাই, সে জন্য চিন্তা কি ? (উষার প্রতি) রাজকুমারি ! আর ভাব্‌না কেন, ঐ দেখ নাট্যগৃহের মধ্যে কোমলশয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে তোমার সেই চিত্তচোর নিদ্রা

যাচ্ছেন। এখন নিদ্রিতাবস্থায় একবার ভাল করে দেখ এই ব্যক্তি বটে কি না?

চিত্রা। ভাই; ভাল বলেছ, এখনও হাত আছে, শেষে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না পড়ে, ঘুম ভাঙ্‌লে আর ছাড়্‌বে না। ভর্ত্তৃদারিকে এই বেলা দেখে শুনে নেও।

উষা। (ঈষদ্‌ হাস্যমুখে) ওলো সে জন্য আমার ভয় কি? যে এনেছে সেই বুঝ্‌বে, ধরা পড়্‌তে সেই ধরা পড়্‌বে তা তোদেরই বা ভাবনা কি, আর আমারই বা ভাবনা কি।

চিত্রা। সখি! এ বড় কঠিন ঠাঁই।
গুরু শিষ্যে দেখা নাই॥

সাধ। মিছে আর রসরঙ্গে কাজ নাই, আগে এস একবার নূতন ঠাকুরজামাইকে দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি, রসের সময় আছে।

উষাকে সঙ্গে লয়ে সখিগণের নাট্যশালায় প্রবেশ।

সখিগণ। আমরি এমন আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য ত কখনও দেখি নি, আহা! প্রাণসই তুমি যেমন রূপগুণসম্পান্না,—বিধি তেম্‌নি বরই মিলিয়েছেন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

নারীর মনোমত ধন পুরুষ রতন আর কি এমন আছে।

সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে যেন শশাঙ্ক উদয় হয়েছে॥
আমরি কি অঙ্গ শোভা, অনঙ্গেরি মনোলোভা,
না হেরি নয়নে কভু না শুনি কাণে, বালাই লয়ে
মরি রূপের ইচ্ছা হয় মনে, বিধি কি আশ্চর্য্য
নিধি নির্জ্জনে সৃজন করেছে॥

মাধ। যাহোক সখি এমন আশ্চর্য্য ঘটনাও ত কখন দেখি নি, দেখ, কোথা বা এই সনিতপুরী কোথা বা সেই দ্বারকা, কোথা বা আমাদের বাণ রাজা, কোথা বা কৃষ্ণ প্রভৃতি যদুবংশ, কোথা বা আমাদের রাজকুমারী উষা, আর কোথা বা সেই কন্দর্পকুমার অনিরুদ্ধ, এদের চক্ষে দেখা দূরে থাক্ কখনও কানেও শুনি নি—স্বপ্নের অগোচর।

চিত্রা। ওলো এও কি কেউ বল্‌তে পারে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ, এই যে তুই ত একটা ষোলবছুরে মাগী হয়েছিস্ বিয়ে বিয়ে করে হেদিয়েছিস্, দেশে ত অনেক আছে তবে হয় না কেন?

মাধ। আ মরণ আর কি, আমি প্রায় ওর গলা ধরে বিয়ের জন্যে কাঁদ্তে গিয়েছিলাম—গলায় দড়ি দিয়ে মরি না কেন।

চিত্রা। ও লো। কাঁদ্তে হয় না, উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়, তা কি যানিশ না—যার সঙ্গে যার আছে লেখা, ফুল ফুট্‌লেই হবে দেখা,—এই দেখ আমাদের কমলিনীও ফুটেছে কোথা হতে ভৃঙ্গরাজও উড়ে এসেছে।

রাগিণী বাহার—তাল খেম্‌টা ।

মরি কি সুখের দিন আজ হয়েছে উদয় ।
বিবাহের ফুল ফুট্‌লো উষার, বিধির কি নির্ণয় ॥
পদ্মিনীর তত্ত্ব পেয়ে, মধুকর মত্ত হয়ে,
মধুপান কর্ত্তে এলেন আপনি রসময়, এদ্দিনে পূর্ণ হলো মনের আশয়, চুর্ণ হলো মদন অরি আর কি করি ভয় ।

চিত্রা। সখি! একটা কথা বল্‌ছি কি, যদি কপালগুণে আজ রতন মিল্‌লো তবে শুভস্য "শীঘ্রং" অর্থাৎ রাতা-রাতিই বিবাহ কার্য্যটা শেষ করা যাক্ কেন না এসকল শুভকার্য্য হতে অনেক বিঘ্ন আছে।

মাধ। সে কি গো! এ কি ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে না কি? এ রাজার মেয়ের বিয়ে, কত বাজ্‌না বাদ্য হবে, দেশ

বিদেশ নেমন্তন্ন হবে, কত কত রাজা রাজড়ার সমারোহ হবে, না, এ কাকে পক্ষীতে জান্তে পারবে না। আরও রাণীর মুখে শুনছি যে ঠাকুরঝীর বিয়েতে তিনি অনেক টাকা খরচ করবেন, বড় ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিবেন।

চিত্রা। ওলো "বিবাহে চ ব্যতিক্রম" এও কি শুনিস্‌নি, রাজা রাজড়ার ঘরে প্রায়ই এইরূপ ঘটে থাকে, এতে দোষ নেই।

চন্দ্রা। সখি! তবে চল একবার মালিনীকে ডেকে আনি, কেন না বিবাহের প্রধান কাজটাই মাল্যবদল।

মাধ। তা ভাল বলেছ তবে চল।

(চিত্রা, চন্দ্রা, মাধবীর মালিনীর উদ্দেশে প্রস্থান।

—()—

(মালিনীর প্রবেশ)

রাগিণী মূলতান—তাল আড়খেমটা।

এমন অসময়ে কিলাগিয়ে ডাক্‌ছ দেখনহাঁসি। আমার কি ভাই নিদ্রাআছে জাগিয়ে কাটাই সারা-নিশি। যদিমোর মালি থাকিত,এজ্বালা কি সইতে হতো, আদেখ্‌লে ছোঁড়াদেরমুখে ছাইপড়িতো,

ঝালা পালা কচ্ছে যারা দিবানিশি। কিকাল কুসুম ফুটলো ধনি, আগলাতে নারি রমণী, সে থাকলে আগলাতো বসে দিন রজনি, ঘুচ্‌তো লোকের ফুলতোলা আর হাঁসিখুসি। একে আমার ফুল যোগান, তার উপরে মনযোগান, জ্বালার উপর কত জ্বালা তাও তো জান, একা নারী পাঁচজনা যার অভিলাষী।

মালে। আর বাঁচা যায় না ভাই, পাড়ার লোকে আমায় একেবারে খেপিয়ে তুলেছে। দিনে রেতে ত ঘুম নেই, খাওয়া দাওয়া একেবারেই গেছে, তবু ছাই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে।

পারিপার্শ্বক। বলি—ও মালিনি? এত রাত্রে আবার ঠেকা ঠেকি টে কি? শুন্‌তে পাই নে।

মালে। আর ভাই দেশের সর্ব্বনেশেদেরও মরণ নেই আমারও মরণ নেই।

পারি। বালাই, তুমি মলে দেশের উত্তর শিওরিদের দশায় কি হবে? বলি মালঞ্চের কুশল, ত।

মালে। মালঞ্চের দুর্দ্দশার কথা কব কি হে আর।

একা মালী বিনে সকল গেল সামলে রাখা ভার।

মনের সাধে আবাদ করে রৈল সে কোথায়।

যত আদেখ্‌লে বেটারা জুটে লুটে পুটে খায় ॥
কার্‌বা পাকা ধানে মৈ দিয়েছি ভাত রেঁদেছি বুকে।
আমার রসের বাগান ভাঙলে যত উটকো ষাড় ঢুকে।
দুই একটা হয়ত দেই রীতি মত যোগান।
আসে ঝাঁকে ঝাঁকে পেয়ে ফাকে কার বা রাখি মান।
যদি কাউকে বলি আজ্‌ ফিরে আস্‌তে হবে।
সে রাগে পেয়ে ফাকে ফাকে সাধ মিটিয়ে নেবে।
তাই বলি হয়েছে আমার ঘরে বাইরে জ্বালা।
যত সর্ব্বনেশে সদাই এসে কচ্ছে ঝালা পালা।

রাগিণী ঝিঝিট্‌—তাল আড়খেমটা।

আমার কালহলো মাসঞ্চ রেখে, দেখে লোকের বুক যে ফাটে। পাড়ার ভাতার পুত-খাগিরে কথা কয় কত আনসাটে। কার সঙ্গে বা বাদ সেধেছি, কার কি ভুলায়ে খেয়েছি, আপনার নিয়ে আপনি আছি, কভু বেরুইনে পথ ঘাটে।

পারি। বলি মালিনি? এখন যাচ্ছ কোথা? এই শেষ রাত্রেও কি যোগান দিতে হয়।

মালে। এমন যোগানের পোড়া কপাল, আমার বাড়ি-

তেই তোমার মত কত খদ্দের গড়াগড়ি যাচ্ছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? আমি কি তেমনি মেয়ে।

পারি। তা, বটে বটে যা হোক এখন যাচ্ছ কোথা বল দেখি।

মালে। আর ভাই আমার কি একদণ্ড স্থির থাক্‌বার যো আছে, একবার মালঞ্চটা দেখে আসি। (চারি দিক দৃষ্ট করিয়া) ঐ মরেছে কোন আবাগির বেটারা এসে মালতী গাছটার কড়কেগুণ ছিড়ে নিয়েগেছে, ওমা? আবার চাপাঁ গাছটারও কিছু নেই, ডাল গুণো একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে, গোলাপের পাপড়ি ছেড়া, টগরের বোঁটা সার, আ মর, বাগানটা একেবারে লণ্ড ভণ্ড করে গেছে, আ, আটকুড়ির বেটারা একি তোদের বাপ, দাদার ধন পেয়েছিস্, তাই যা মনে কর্‌বি তাই কর্‌বি।

(সখিগণের মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ)

চিত্রা। বলি হাঁলা মালিনি তুই যে একেবারে পাড়াটা তোল পাড় করেছিস আ মর, একটু লজ্জাও করে না।

মালে। কে গো? চিত্রলেখা নাকি তোমরা এত রেতে কি মনে করে।

চিত্রা। এই তোরই কাছে নৈলে এখানে আর আমাদের কি কাজ, আজ রাজকুমারীর বিয়ে, এখনি তোকে ফুল এবং ফুলের মালা নিয়ে যেতে হবে।

মালে। ওমা? সে আবার কি, এ কেমন বিয়ে গো,

কেউ জান্‌লে না শুন্‌লে না, তবে কি বিয়ে মনে মনে নাকি!

চিত্রা। ওলো যা হোক গেলেই জান্‌তে পারবি এখন কার কথা নয়, তুই শীঘ্র ফুলের মালা নিয়ে আয়, ক্রমে রাত্‌ও শেষ হয়, আর দেরি করিস্‌ নে, আমরা চল্লাম্।

মালে। সত্যি সত্যি যেতে হবে তবে তোমরা চল, আমি এখনি ফুলতুলে মালা গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

চল যাই রাজ কুমারীর দেখ্‌ব কেমন বর।
মনখুলে আজ ফুলের মালা গাথিবো মনোহর।
মতি মালতি জাঁতি, তুলে ফুল নানা জাতি, সাজাব রাতারাতি, বিয়ের বাসর ঘর।

(অনিরুদ্ধের নিদ্রা ভঙ্গে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)

(স্বগত)

এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি--না--তাও ত, নয়, তবে এ কোথা এলাম্, সে দ্বারকা পুরীর ত, চিহ্ন মাত্রও দেখ-ছিনে, পিতামহবর্গই বা কোথা, আর্য্যারুক্মিণী—ও সত্যভামা দেবীই বা কোথা, পিতা কন্দর্প, মাতা রতি, ও রুক্মবতীই, বা কোথা, এবং অন্যান্য যদুকুলবধুই বা কোথা, কিম্বা আমিই বা কোথা এলাম্; বোধ হয় এ দৈব মায়াই হবে,

নৈলে এমন অলৌকিক ঘটনাই বা কেন হবে, আবার একটী পরম রূপবতী কামিনীও দেখ্ছি, আহা! এমন আশ্চর্য্য অলোকসম্পান্ন রূপলাবণ্য ত কখন আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই, কি সুবর্ণ নিন্দিত বর্ণমাধুর্য্য, কি অঙ্গ সৌষ্ঠব, যেন সাকার সৌদামিনী আজ্ অবনীমণ্ডলে অব-তীর্ণা হয়েছে, এ আবার কি, ক্রমে দক্ষিণ বাহু ও চক্ষু স্পন্দিত হ্তে লাগ্লো, মনটাও অস্থির হচ্ছে, ভাল দেখা যাক, দৈবের মনেই বা কি আছে। (ক্ষণকাল বিস্মিত থাকিয়া) না, তাই বলে নিতান্ত মৌনী হয়ে থাকা হবে না, নির্জ্জন গৃহে একাকিনী কামিনী, আমিও অপরিচিত পুরুষ, তবে, জিজ্ঞাসাকরায় হানি কি, (প্রকাশে) সুন্দরি? নিতান্ত বিমুখ হয়ে থাকা উচিত নয়, মধুর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত কর, অমৃতময় বাক্য বিন্যাসে কর্ণ কুহর পবিত্র এবং কৌতুকাক্রান্ত চিত্ত চরিতার্থ কর (স্বগত) কৈ কিছুই ত বলেন না।

প্রকাশে। কৈ একটী কথায় যে কও না, সুলোচনে? লোকে বিপন্ন হইলে মহতের আশ্রয় অবলম্বন করে, সেইরূপ আমিও বিশেষ বিদেশী, তোমার আশ্রয় লয়েছি। এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় কর, নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ মহত্ত ব্যক্তিদিগের অযোগ্য।

উষা। (মৃদুস্বরে) আপনি বসুন্ আমার সখিরে এখানে নাই এক্ষণেই আস্বে পরে যে কথা হয় বল্বেন।

অনি। আমি সখিদের আহ্বানে এখানে আসি নাই।

উষা। তবে আমি কি পায় ধরে কাউকে ডেকে আন্‌তে গিয়েছিলাম।

অনি—। ভদ্রে! কমলিনী বিকশিত হলে কি কাউকে ডাক্‌তে হয়, তাদের মনমুগ্ধকর বিমল সৌরভই মধুমত্ত মধু-করের আহ্বান স্বরূপ, তাও কি ঢাক্‌লে ঢাকা থাকে?

উষা—। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) ও হে চতুর! তুমি বিদেশী, আমি এখানে একাকিনী কুলবালা পরপুরুষের সহিত অধিক কথা কইতে চাই নে।

অনি—। হাঁ এখন বুঝ্‌লাম, তবে তোমাদের ঘরে ঘরেই কুটুম্বিতে।

উষা—। তা হলে আর কেউ পরের জন্যে মরতো না।

(সখিগণের প্রবেশ।)

চিত্রা—। ওঃ মা এ কি? ও চন্দ্রাবতি, আমাদের উষার ঘরে এক জন পুরুষ দেখ্‌ছি যে গ্যা!

চন্দ্রা—। তাই ত, কি, লজ্জা হাঁগা তুমি কে কোথা হতে এই রাজকন্যার মহলে এসে উপস্থিত হলে, তোমার মনে কি একটু ভয় হল না।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কেতুমি সুন্দরবর রমণী মণ্ডলে।
কি আশায় এসেছ বল কি ভাবে কোন ছলে॥

আমরা অবলা নারী,তোমার ভাবযে বুঝ্‌তে নারি, দেখ্‌তে সাধুর আকার বটে নয়নে হেরি, কাজে কিন্তু চোরেরবাড়া ঐ খেদে মরি, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি মোরা, ওহে নারীর মনচোরা, পুরুষেরত এমন ধারা, নাহি ধরাতলে।

চিত্রা। কি নাম, কোথায় ধাম কাহার তনয়।
কি আশায় এথানে আসা দেহ পরিচয়॥
সাধু হও মানে মানে পালাও মান লয়ে।
চোর হও রাজদণ্ড দেবেন রাজার মেয়ে॥

অনি। রাজকুমারীর দণ্ডে এক দণ্ড নাহি ভাবি।
অবিচারে মিছে কেবল দিচ্ছ চুরির দাবি।
চোর হয়ে এসে এথন পড়েছি আমি ফাঁদে।
কিন্তু চোরের ধনবাট্‌পাড়ে নিলে ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে
সবে মাত্র মন প্রাণ ছিল যে ধন সাথে।
লাভে মূলে সব খোয়ালাম রাজকুমারীর হাতে॥

রাগিণী বারোঁয়া,—তাল ঠুংরি।

আমি ত চোর বটে লো এথন।
চোরের ধন যে চুরি করে, বল সে চোর কেমন।

অমূল্যধন লাভের আশে, এসেছি তস্করের বেশে,
লাভের মধ্যে অবশেষে, হারালান আপনার ধন॥

অনি। শুনলে সখিগণ, আমি বিদেশী অপরিচিত,
এখন তোমাদের হাতে পড়েছি তোমাদেরই কাছে বিচার।

উষা। ওলো! রমণী ....ত ভাল পুরুষের ধ্যান।
অবলা সরলা বালা জান্‌বে কি সন্ধান॥
যার কাছে যায় তারই তখন সম্মত গুণ গায়
স্বকার্য্য উদ্ধারি শেষে ফিরে আর না চায়॥
তাই বলি পরের সনে যে করে প্রণয়।
তার রাত্র দিন চোরের অধীন হয়ে২ কাটতে হয়॥
প্রণয় করিলে মনের সকল দুঃখ যেত।
নারীর ন্যায় পুরুষের যদি সরল মন হোত॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

সরল মন রমণীর যেমন পুরুষের তা নয়।
মধুমুখ অন্তরে গরল পাষাণ হৃদয়॥
হেঁসে কয় যে মিষ্ট কথা, ফলে সে সব জান্‌বে
বৃথা, স্নেহ হীন হয়ে রমণীর প্রাণে দেয় ব্যাথা,
তার সাক্ষ আছে দেখ পুরাণে গাঁথা, পাণ্ডু পুত্র

পাশায় হারি, পত্নীমায়া পরিহরি, ত্যজিল
আপনার নারী, মরি কি নির্দ্দয় ॥

অনিরুদ্ধ। তুমি হলে রাজার মেয়ে আমি যে বিদেশী।
বল্‌তে ভয় করি কিন্তু বল্‌তে পারি বেশী ॥
পুরুষের মন ক্রূর বটে অতি অবিশ্বাসী।
নারীর মন যোগাতে কিন্তু শিব হন সন্ন্যাসী ॥
রাম দিয়ে বন নারীর কথায় দশরথ নিধন।
প্রাণ দিয়ে পুরুষে তবু পায় না নারীর মন ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

ওলো, রমণীর মন অল্পে পাওয়া ভার।
কব কি চমৎকার,
মন দিয়ে মন যোগাও যত, আরও মান বাড়ে
লো তত, কিছুতে নাই নারীর কাছে পারাবার।
সাধলে ধরে নারীর পায়, অনন্ত না অন্ত পায়,
সত্য মিথ্যা ভারতে তা আছে লো নির্ণয়, দ্রৌপ-
দীর অন্তরে যাহা ছিল অভিপ্রায়, অর্জ্জুনাদি
পঞ্চ পতি, থাকতে তবু কর্ণপ্রতি, ছিল মতি এই
কি সতীর উচিত ব্যবহার ॥

উষা। কৈলে কথা কইতে হয় সহিতে নারি আর।
ভেবে দেখ যুগে যুগে আছে সুবিস্তার॥
সাবিত্রী, জানকী, দময়ন্তী, আদি সতী।
এদের হতে ব্যক্ত আছে পুরুষের যে রীতি।
বল্‌ব কি আর ভাব্‌তে হলে তোমাদের গুণ।
নির্ব্বাণ না হয় কভু মনের আগুন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

কব কি আর কইতে দুখে প্রাণ বিদরে।
কিবল নইলে নয় বলে সতী পতির প্রতি ভক্তি করে॥

জানি পুরুষের পদ্ধতি, নারীর প্রতি নিদয় অতি, তার সাক্ষ আছে দেখ সর্ব্বত্রে খ্যাতি, উত্তানপাদ রাজার পত্নী সুনীতি সতী, বিনা দোষে দেখ তারে বনে দিলে কোন বিচারে॥

কত সতী ব্যক্ত আছে, পতির জন্য প্রাণ ত্যজেছে, তবু কি পুরুষের কিছু ধর্ম্ম জ্ঞান আছে, শঠতা ছলনা যত রমণীর কাছে, পরের অধিনী নারী অন্তরে গুমুরে মরে॥

মাধ। ও হে ঠাকুর জামাই আর কি বলতে বাকি আছে।
আজ তোমায় হার মান্‌তে হলো ঠারঝির কাছে ॥

অনি। শুন সহচরী এত নূতন কথা নয়।
পুরুষের হার নারীর কাছে আছে ত নিশ্চয় ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

আমি কি হার নূতন করে মান্‌ব লো এখন।
হারি মেনে রমণীর পায় পড়ে আছেন পঞ্চানন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, পুরুষের হার চির-
কালি, রাই মানে হার মেনে যোগী হন বন-
মালী, তাই বলি রমণীর কাছে, সকলে হার
মেনে আছে, কথায় যদি না হয় শেষে মান করে
হার মানায় তখন ॥

উষা। সখি! আমরা স্বভাবতঃ রমণীজাতি, ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না, কৈন্তেই দুট কথা কইতে হয়, যদি কথা-প্রসঙ্গে কিছু অসঙ্গত বলে থাকি, অবোধ অবলা বলে ক্ষমা কত্তে বল।

চিত্রা—। সে কি সখি! আমরা বলতে গেলাম কেন? বলে থাক তুমি বলেছ, ইচ্ছা হয় ঘাট মানগে ইচ্ছা হয় মানাও গে আমাদের কি দায়।

চন্দ্রা—। ওলো তার একটা কি? তুই না পারিস আমিই বল্‌ছি, এখন ত ঘরের কথা, ওহে ঠাকুরজামাই! রঠাকুর্যা বল্‌চেন শুনলে ত।

উষা———(কপট রাগ প্রকাশ।) আমর ছুড়ী; হঁ্যালা! একবারে পাগল হলি না কি? আ, মুখে আগুণ দূর হ।

চন্দ্রা—। কেন ঠাকুর জামাই বলেচি বলে, তা আজ বল্যেও বল্‌তে হবে, কাল বল্যেও বল্‌তে হবে, এখন আর ভাই নাচতে বসে ঘোমটা কেন?

(অনিরুদ্ধ, হাস্যমুখে)

ওহে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে, হাত দিয়ে আর কতক্ষণ ঠেকয়ে রাখবে বল, সুন্দরি! তুমি রাগই কর, আর যাই কর, আমার কাজটা এক রকমে সিদ্ধি হয়েছে, সখিগণ! একেই বলে ব্যাগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে মোর আর বল কি চাই।
চুরি কত্তে এসে হলাম রাজার জামাই॥
যদি বল নামমাত্র কার্য্যেতে বিফল।
ও হে! ধনী হই বা না হই ধন পরিবাদটাও ভাল॥
পতির বড় লজ্জা যদি হলো অবশেষে।
লজ্জা লয়ে সুখে থাক আমি যাই দেশে।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

থাক সুখে থাক মনের অভিমানে; চন্দ্র বদনে
যে আশা অন্তরে ছিল, সকলি বিফল হল,
বল কি সুখে থাকি লো এখানে।
মনসাধ রহিল মনে, না পুরিল তব সনে, বিদায়
দাও আসি এক্ষণে, লয়ে মান, থাক প্রাণ, আমি
যাই তবে স্বস্থানে মানে মানে॥

উষা। প্রাণনাথ! আমরা অতি মুগ্ধ স্বভাব রমণী, স্বভাবতই যদি কথা প্রসঙ্গে কিছু অন্যায়োক্তি হয়ে থাকে তা মার্জ্জনা কর।

অনি। প্রাণেশ্বরি! এ অতি আশ্চর্য্য কথা, দেখ, ভূপ্তু-কর সুধাকর হতে কখন কি কটুরস নির্গত হয়, মলয়াচল হতে কখন কি, কষ্টপ্রদ উত্তপ্তানিল বাহিত হতে পারে, তাই তোমার ঐ অকলঙ্ক বদন সুধাকর হতে কটুরস নির্গত হবে, এ অতি আশ্চর্য্য।

উষা। সখে? তোমরা পুরুষ অনেক জান, অনেক শুন, এবং অনেক মনভুলানে মিষ্ট কথাও কৈতে পার, কিন্তু শুনতে পাই যে শেষ থাকে না।

রাগিণী মূলতান—তাল তিওট ।

সুধু মন রাখা কথায় কি মন মানে । রসরাজ হে৷ সরল প্রাণে, এখন বাড়াচ্ছ মান মানে মানে,
আমি জানি না শেষে আর কি আছে মনে ।
পুরুষ পরেশ মণি, আমরা নারী পরাধিনী, হে গুণমণি, বিনা দোষে দিওনা ব্যাথা নারীর প্রাণে ॥

চিত্রা । ওহে রসময় আর বৃথা বাগজাল বিস্তার করে কি হবে, ক্রমে রাতও শেষ হয়, এখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু একটা কথায় বলে, শুভস্য শীঘ্রং ।

অনি । সখিগণ! আমি ত হাজির আছি কি কত্তে হবে বল ।

চিত্রা । প্রিয়বর ! আর কিছু নয়, তবে কি না আমাদের মনের সাধ ত পূর্ণ হল বটে, কিন্তু চক্ষের সাধটা সফল হয় নী, এজন্য বল্‌ছি, এক বার ঐ কুসুম শয্যায় রাজকন্যাকে বাম ভাগে বসিয়ে পরস্পার মাল্য বদল কর ।

অনি । সখি সেটা বাড়ার ভাগ মাত্র কেন না আমরা অগ্রেই সে কাজটা মনে মনে সেরে রেখেছি, তবে তোমাদের কথাও প্রতি পাল্য (মাল্য বদল)।

পারিপার্শ্বিক।

ধুয়া।

এই রূপে পরস্পরে, গান্ধর্ব্ব বিধানে পরে,
বিবাহ হইল শুভক্ষণে।
দেখে যত সখিগণ, পুলকে পুর্ণিত মন,
পোহাইল নিশি জাগরণে ॥
স্বামী সহ সঙ্গোপনে, সদা রস আলাপনে,
রসবতী করে অবস্থিতি।
দিন যত হয় গত, প্রণয় বাড়িছে তত,
পরে শুন দৈবের দুর্গতি ॥

—()—

(জমাদার ও প্রতি হারির প্রবেশ।)

প্রতি। বাপ্‌রে কি অন্দকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না, কপালে কি আছে কিছুই বলা যায় না, পেটের জন্যে কোন দিন প্রাণটাই হারাব, চাকর আর কুক্কুর দুই সমান রাতও অনেক হয়েছে, কি করি—জাই একবার মহলগুণ দেখে আসি না গেলেওত রক্ষা নেই।

জমাদার। কে রে, সুবাহু নাকি?

সুবাহু। হিঁ গো জমাদার মোশায়, আজ চাঁদ উঠ্বে কখন গা?

জমা। ওরে আজ্ যে অমাবস্যা তা কি তুই জানিস নে।

প্রতি হারি। (হাস্যমুখে) ওগো তা কি, আর মুই জানি নে ছাই, যে আজগে রমাবক্স্যা তা জানি বৈ কি গো তা, তা, মুই জিজ্ঞেস কচ্ছি নে, তবে দোস্থানা টা কখন উঠবেন্ তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।

জমা। হাঁরে বেটা আমাবস্যেতে কি জ্যোৎস্না উঠে, এও কি জানিস্ নে, হা বেটা আবর।

সুবা। এঁগ্যে তা জানি বৈকি, নৈলে বল্‌নু কেমন করে, তা মোর একটু কবার, ফ্যালসানি হয়েছে বল্লি কি, এটা সুক্কুল পরিক্ষি, না কেষ্ট পরিক্ষি।

জমা। দূর্ বেটা সুক্লপক্ষে কি আমাবস্যা হয়, যা এখন চৌকি দিগে যা বড় অন্ধকার রাত, খুব খবর দার।

প্রতি। (সভয়ে) জমাদার মশায় তবে আজ্ সত্যিই কি চাঁদ উট্‌বেন না,?

প্রতিহারি। তবেই ত এই অন্দকারে একলাটিই বা করি।

জমা। আমর, বেটার ত বড় সাহস দেখ্‌ছি—হাঁরে সুবাহু!

সুবা। আজ্ঞা মোশায় কি বল্‌ছো?

জমা। তোর তবে ত বড় গুণ দেখ্‌ছি।

সুবাহু। আজ্ঞা তা মোর গুণের কথা কি বল্‌বেন।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

কত বল্‌বো আমার গুণ।
কাজে কুড়ে, ভোজে দেড়ে, বচনে নিপুণ॥
রাজবাড়ির কর্ম্ম করি, টিক্‌টিকির ন্যাজ কাট্‌তে
পারি, মশা মাকড়্‌শা ধরি কর্ত্তে পারি খুন॥

(গান করিতে করিতে প্রতিহারীর রাজকন্যার মহলে প্রবেশ।)

প্রতি। একি! রাজকুমারীর মহলে যে আজ্‌ পুরুষ মানুষের কথা শুন্‌ছি, না আমার বোঝ্‌বার ভুল, এমনও কি কখন হয় (ক্ষণেক স্তব্ধ) না ঐ যে বেশ শুন্তে পাওয়া যাচ্ছে পুরুষের কথাই ত বটে ; যা হোক একবার দেখ্‌তে হলো (গুপ্তভাবে প্রতিহারির প্রবেশ) তাই ত বলি এই যে পুরুষইত বটে, রাজকন্যার সঙ্গে বসে রসরঙ্গ কচ্ছে। (সবিস্ময়ে) ও ছোড়াটা কি সোন্দর গো, বাপ্‌রে বাপ্‌, যেমন ছোড়া তেম্‌নি ছুঁড়ি, কোথা থেকে যুটে গেছে, তা না যুট্‌লেই বা কি করে রাজাও ত বিয়ে দেবে না, এত বড় মেয়েটা

হ'লো, মোদের ঘরে হলে এদ্দিন পাঁচটা নিকে, সাতটা বিয়ে তেরটা ছেলে হয়ে পড়্‌তো, যা হোক এখন রাজাকে গিয়ে ত জানাতে হয়।

প্রতিহারির প্রস্থান।

রাজা। হাঁরে সুবাহু ! এত রাত্রে আমার কাছে কি মনে করে ?

প্রতি। মহারাজ ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বল্‌বো কি, মুখে কথা সরে না। দেখে এসে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

রাজা। ওরে ! কথাটা কি বল্।

প্রতি। মহারাজ ! রাজকুমারীর ঘরে একটী পুরুষ দেখে এলেম।

রাজা। সে কিরে প্রতিহারি।

প্রতি। আজ্ঞা সে কথা আর কি বল্‌ব এখনও যান ত দেখাতে পারি।

রাজা। কি বল্লিরে রাজ কন্যার ঘরে পুরুষ, (ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত) কি এত-বড় স্পর্দ্ধা কার, হাঁরে প্রতিহারি সত্য সত্যই তুই দেখাতে পারিস ? দেখিস মিথ্যা বলো তোর সবংশে বিনাশ করবো

প্রতি। আজ্ঞা হাঁ গেলেই দেখাতে পারি, আমি মিথ্যা বলচি নে, মহারাজ এও কি একটা সামান্নি কথা তাই মিথ্যে বলে প্রাণ হারাব, আমার কি মনে ভয় নেই।

(রাজার মন্ত্রিকে আহ্বান এবং মন্ত্রির উপস্থিতে)

রাজা। ওহে আমাত্য।

মন্ত্রি। রাজেন্দ্র।

রাজা। ওহে প্রতিহারির মুখে যে বড় সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌লাম, বলে উষার ঘরে একজন পুরুষ দেখে এলাম, ওহে শ্রবণাবধি আমার ক্রোধানলে যে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হতে লাগল চল এই দণ্ডেই তাহাদিগের যুগপত শিরচ্ছেদন কর্‌ব।

মন্ত্রি। মহারাজ! স্থির হউন, সামান্য প্রতি হারির কথা মাত্রে এত ব্যস্ত ও ক্রোধান্ধ হয়ে কর্ত্তব্য বিমুখ হওয়া ভবাদৃশ মহানুভবের অযোগ্য, এবং রাজগুণের বর্হিভূত, অতএব, উচিত হয় ইহার সহিত একজন বিচক্ষণ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গিয়া বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া আসে, কেন না প্রতিহারির দেখবার ভ্রমও হতে পারে।

রাজা। ভাল উত্তম পরামর্শ, তবে তুমিই একবার গোপনভাবে দেখে এস তা হলেই সত্যাসত্য জান্তে পারা যাবে।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা, ওরে সুবাহু ত্বরায় চল।

প্রতিহারির সহিত মন্ত্রির গমন।

প্রতি। মহাশয়! একটু আস্তে আস্তে এস, টের পেলে সাবধান হবে।

মন্ত্রি। চিন্তা নাই তুই চল্‌ আমি নিঃশব্দেই যাচ্ছি।

প্রতি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন এখনও সেই ভাবে দুজনে হাস্যকৌতুক কচ্চেন।

মন্ত্রির রাজ সমীপে পুনরাগমন।

রাজা। অমাত্য! কি দেখলে প্রতিহারির কথা সত্য?

মন্ত্রি। মহারাজ! কি বল্‌বো (অধোবদনে) আজ্ঞা হাঁ সত্যই বলেছে।

রাজা। কি বল্লে মিন্ত্রি! আমার সেই পাপিয়সী কুল-দূষণ কন্যা হতে এই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হলো, বিশ্ব-ব্যাপ্ত উজ্জলাস্য অবনত হলো, সপ্রতিভ নাম নিষ্প্রভ হলো, শত্রুকুলের হাস্যাস্পদ,সাধারণের ঘৃণাস্পদ হতে হলো, ধিক্, আমার জীবনে ধিক্! এমন অসার নিষ্পদার্থ রাজ্যতেও ধিক্।

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

একি প্রমাদ শুনি সম্বাদ কি হবে হে মন্ত্রিবর।
জ্বলন্ত অনলে যেন জ্বলে আমার কলেবর॥
কলঙ্ক পুরিল দেশে, মিত্রভাসে শত্রু হাসে,
কন্যা হতে অবশেষে,
আমার কুসমান হল অন্তর॥

রাজা। অরে প্রতিহারিন্! আমি আর সেই স্বেচ্ছা-চারিণী কুলাঙ্গার চণ্ডালিনীর মুখাবলোকন কর্ত্তে চায় না,

ত্বরায় সেই দুষ্ট দ্বয়ের যুগপত্ শিরশ্ছেদন করে আমার নিকট আন্, আর ক্ষণকাল তোরা কর্ম্মোচিত প্রতিফল প্রদানে বিলম্ব করিস না ত্বরায় গমন কর।

মন্ত্রি। মহারাজ! কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আপনার আজ্ঞায় কি না হতে পারে এই সসাগরা ধরায় স্থিতি সংহার হতে পারে, তদীয় উদ্দীপ্ত ক্রোধানলে কিস্বলয় দগ্ধ হতে পারে, প্রচণ্ড কালদণ্ডাপেক্ষাও আপনার রাজদণ্ড শত্রুবৃন্দের ভয়াবহ। অতএব সেই একটা সামান্য বিষয়ের জন্য এতদূর রাগান্ধ হবেন না,। আর দেখুন মহতই হউক বা সামান্য হউক, সর্ব্ব কার্য্যের অগ্রে একটা বিবচনা কর্ত্তব্য এখন একটু স্থির হউন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর মনে। মহারাজ হে।
কি জন্যে হল বিষণ্ন এত অধৈর্য্য আজ কি কারণে।
যার প্রচণ্ড প্রতাপে, দেবাদি গন্ধর্ব্ব কাপে, কেন সামান্য সন্তাপে, আজ ব্যাকুল হয়েছেন প্রাণে॥
বিচারিয়ে পূর্ব্বাপর, কাজে হবে অগ্রসর, শাস্ত্রেতে এই যুক্তি সার, হে দণ্ডধর, ভেবে দেখ শুভাশুভ পূর্ব্বক্ষণে॥

রাজার প্রতি উপদেশ।

রাজা। তবে এক্ষণে তোমার পরামর্শ কি?

মন্ত্রি। মহারাজ আমার মতে আশু প্রাণদণ্ড না করে সেই দুরাকাঙ্ক্ষি চৌর্য্য পুরুষকে ধৃত করে আপাতত কারাবদ্ধ করা, কন্যা স্ত্রীজাতি অবধ্য কি করবেন, মহারাজ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, স্ত্রী হত্যা জনিত পাতকের উপায়ান্তর নাই; আরও দেখুন রাজ দুহিতা অনূঢ়া, বিশেষ এই বিষম কাল সম যৌবনকাল নিরুপদ্রবে অতি বাহিত করা অতি বিমুগ্ধ হৃদয় জ্ঞানবান পণ্ডিতদিগেরও পক্ষে কঠিন। এত সভাবত স্ত্রী জাতি, জ্ঞান শূন্যা। হে রাজেন্দ্র! যেমন জলপ্লাবন কালিন নদী পার্শ্ববর্ত্তি ক্ষেত্র সমুহ রক্ষার্থে অতি বিশাল দৃঢ় রচিত সেতু বেষ্ঠিত না থাকিলে কোনক্রমেই প্রবল জল বেগ রক্ষা হয় না, তদ্রূপ যৌবনাক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে হিতাহিত জ্ঞান এবং যোষিৎ জনের পক্ষে স্বামী সঙ্গ অথবা পিতা মাতার নিয়ত দৃষ্টিপাতস্বরূপ দৃঢ়তর সেতু স্থাপিত না থাকিলে কখনও শেই ভয়ঙ্কর যৌবন প্রবাহ অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং স্বেচ্ছা চারিত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব রাজ পুত্রি অনুঢ়া বিশেষত প্রাপ্ত যৌবনা, যখন পুর্ব্বেই তাঁহার প্রতি মহোদয়ের চিবেচনার ক্রুটী হয়েছে, তখন সহসা রোষবশে সেই অবোধ প্রকৃতির প্রতি একটা বিধি বিগর্হিত কার্য্য করা ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক বরং এই

দেখ্‌তে হবে, যদি ভূপতি তনয়া অনন্যানুরক্তা হয়ে এই ব্যক্তিকেই আপন পতিত্যে বরণ করে থাকেন, এবং এই পুরুষ সৎবংশোদ্ভব ও রাজপুত্রির অনুরূপ পাত্রই হন, তা হলে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হতে হবে। আরও পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখুন, অনেকানেক অতুল ঐশ্বর্য্যবান প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজদিগেরও এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, দেখুন সূর্য্যবংশীয় মহানুভব কাশী রাজের অম্বা অম্বালিকা অম্বিকা নাম্নি তিন কন্যাকে ভ্রাতৃ তুষ্টি নিমিত্ত দৃঢ়ব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব হরণ করেন, মহর্ষি কণ্ব দুহিতা শকুন্তলা পিতার অনবধানে পুরু বংশীয় রাজা দুষ্মন্তকে আত্ম সমর্পণ করেন, কৃষ্ণানুজা সুভদ্রা বৃষ্ণিবংশীয় মহাপুরুষদিগের অনভিপ্রেতে পাণ্ডু পুত্র অর্জ্জুনকে মানসে পতিত্বে বরণ করেন, এবং রাজা দুর্যোধনদুহিতা লক্ষণা যদুবংশীয় সাম্ব কৃতনীত হয়, তাহাতে তাঁহারা লোক মণ্ডলিতে নিন্দা ভাজন কিম্বা অপযশাস্পদ হন নাই। অতএব রাজা কিম্বা মহোৎকুলজ্ঞবা কামিনিদিগের পক্ষে গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ সায়ম্বর বিধানে বিবাহ ধর্ম্মত বা লোকত বিরুদ্ধ নয়। রাজতনয়া যদি যত্ত পাত্রে অনুরক্তা হয়ে থাকেন ভালই হয়েছে, এক্ষণে সেই অজ্ঞাত কুলশীল যুবার কারাদণ্ডই বিধি।

রাজা। তবে সেই পরামর্শই ভাল, ওহে সেনাপতি! ত্বরায় সেই দুর্ব্বৃত্ত রাজকুলবৈরিকে ধরে রাজসভায় লয়ে এস, বিলম্ব কর না।

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ,—ওহে সৈন্যসামন্তগণ! তোমরা ত্বরায় সুসজ্জিত হও রাজ কন্যার মহলে চুরি হ-য়েছে এখনি চোর ধরে রাজার নিকট লয়ে যেতে হবে।

সৈন্যগণ। হাঁ মহাশয় আমরা সজ্জিত হলাম, চলুন।

(সৈন্যকোলাহল শুনে ঊষার ত্রস্তভাবে গবাক্ষ মোচন এবং অনিরুদ্ধের প্রতি কাতরোক্তি।)

ঊষা। নাথ! প্রমাদ হলো, বুঝি পিতা এতদিনে এই সমস্ত সংবাদ শুনেছেন নচেৎ বীরবল প্রভৃতি সেনাপতি বহুতর সৈন্য লয়ে অকস্মাৎ কেন আমার পুরাভিমুখে আ-সবে বুঝি সর্ব্বনাশ হলো।

রাগিণী টৌরি—তাল একতালা।

কি হবে কি হবে বল হে প্রাণনাথ।
হয় বুঝি অভাগীর ভাগ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত॥
পেয়ে তত্ত্ব মত্ত হয়ে, পিতা ঐ আসিছেন ধেয়ে,
সৈন্য সামন্ত লয়ে, দেখহে সাক্ষাৎ।
প্রাণপণে তারা আরাধি, পেয়েছিলাম প্রাণের নিধি
বিধি তায় হলো বিবাদি বুঝি অকস্মাৎ।

অনি। প্রিয়ে চিন্তা কি? স্থির হও দেখ ক্ষুদ্র পতঙ্গ-গণ মুগ্ধ হয়ে যেমন প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা নির্ব্বাণাশয়ে এসে

আপনারাই প্রাণ ত্যাগ করে তদ্রূপ উহারাও এখনই বিনষ্ট হবে।

বীরবল সসৈন্যে পুরবেষ্টন পূর্ব্বক
অনিরুদ্ধের প্রতি সরোষ বচনে।

বীর। ওরে দুষ্ট রাজবৈরি! তুই কোন্ সাহসে এই কৃতান্তের সমান মহাবল পরাক্রান্ত রাজভবনে চুরি কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিস্? চল এখনই তোরে সেই ভূপতি সমীপে যেতে হবে।

অনি। ওরে! তোরা সামান্য রাজ কিঙ্কর ক্ষুদ্র প্রাণি তোদের বলা অবিধি, তবে প্রয়োজন থাকে তোদের রাজাকে ডেকে আন্‌গে।

বীর। ওহে সৈন্যগণ! বেটার কি অহঙ্কার দেখেছ?

সৈন্য। তাই ত বেটার সাহস ত কম নয়, ও কেবল আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।

বীর। ভাল, আমাদের প্রতি ত রাজার অনুমতি আছে, চল বলপূর্ব্বক ধরে নিয়ে যাই।

(এই বলে সকলে আক্রমণ করিতে অগ্রসর, এবং
অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক সৈন্য সংহার।)

(ভগ্নদূতের রাজসভায় প্রবেশ)

ভগ্ন। মহারাজ! বড় বিপদ উপস্থিত এই দেখ এখনও হৃৎকম্প হচ্ছে।

রাজা। হাঁরে কি হয়েছে, কৈ সেনাপতি বীরবল কোথায়?

ভগ্ন। মহারাজ! কি বল্‌বো সেই চোরের হাতে আজ বীরবল প্রভৃতি সৈন্যগণ একবারে পঞ্চত্ব পেয়েছে,সে সামান্য চোর নহে, ব্যাঘ্র যেমন অনায়াসে অজাযূত সংহার করে সেইরূপ নিমেষ মধ্যে তাদের প্রাণ নাশ কর্‌লে।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! কোথা মন্ত্রি কোথা হে, দেখ, একে এই কুলকলঙ্কজনিত ক্রোধের শান্তি না হতেই, সৈন্যসংহার জন্য ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হতে লাগ্‌লো, যা হোক আমি আজ্ স্বয়ংই যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বো।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সাজরে সাজরে সৈন্যগণ। রে এখন।
বিলম্ব সহেনা আর ধর ধর সে দুর্জ্জন॥
বীরবল প্রভৃতি যত বীরের অগ্রগণ্য, নিধন ক-রেছে সেনাপতি সহ সৈন্য, মনে হয়, প্রাণ দয়, বুঝি কন্যা হতে শেষে আমার সর্ব্বনাশ হলো ঘটন॥

রাজা। মন্ত্রি! তুমিও আমার সঙ্গে চল।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা—চলুন।

(বহু সৈন্য, এবং মন্ত্রি সহিত অনিরুদ্ধাক্রমণে
রাজার গমন।

উষা। নাথ! এবার আর নিস্তার নাই। ঐ দেখুন কালের সমান দুরন্ত পিতা সমর সজ্জায় আস্‌ছেন, সখা। কি হবে। ওদের দেখে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে, প্রাণ উড়ে গেছে। প্রাণ-নাথ তুমি স্থানান্তরে প্রস্থান করে প্রাণ রক্ষা কর। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

অনি। প্রেয়সি! এত ভীতা হচ্ছ কেন? আমি ঐ দুষ্টদলকে তৃণবৎ জ্ঞান কচ্ছি, মত্ত মাতঙ্গ যেমন কমল বন ভঙ্গ করে, উগ্র স্বভাব সিংহ যেমন মৃগকুল ধ্বংশ করে তদ্রূপ অসুরাধিপতি বাণকে সসৈন্যে নিমিষ মধ্যে আমি বিনাশ কচ্ছি,—চিন্তা কি?

উষা। অধিনী রমণী বলে আমার কথা তাচ্ছল্য করো না, অসংখ্য সেনা সহিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত দৈত্যপতি, তুমি একাকি এবং নিরস্ত্র, অতএব কিরূপে যুদ্ধ কর্ত্তে সাহস কচ্ছ? এ দাসীর প্রাণ থাক্‌তে তুমি কৃতান্তের সম্মুখে যেতে পাবে না। আগে আমার প্রাণ সংহার কর, পরে তোমার মনে যা লাগে তাই করো।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

পায় ধরি করিহে বারণ সাজিতে সমরে।
অভাগিনীর কপাল মন্দ কত সন্ধ হয় অন্তরে॥

পিতা মোর অতি দুরন্ত কৃতান্ত সমান, দেবাদি গন্ধর্ব্ব যার ভয়ে কম্পবান্, ক্ষান্ত হওহে প্রাণপতি, করি এই মিনতি, যাও যদি একান্ত যাওহে দাসীর জীবনান্ত করে।

অনি। প্রিয়ে! আমাকে বৃথা অনুরোধ করো না, এ সমস্ত দুরূহ কার্য্যে বাধা দিতে নাই। অবোধ স্ত্রীলোকের কথায় বীরপুরুষদিগের সমরে বিমুখ হওয়া অবিধেয়, ইহ-লোকে অপযশঃ অন্তে নিরয়গামী হতে হয়, মানাপেক্ষা প্রাণ বড় নহে। আর প্রিয়ে তুমি আমার প্রাণের কোন আ-শঙ্কা কোর না, দেখ, আমি গমনমাত্রই দৈত্য জয় করে আবার পুনরায় এসে তোমার ঐ বদন চন্দ্রিমার অমৃতাস্বাদে লিপ্ত হব।

উষা। নাথ! এ দাসীর কপাল মন্দ, তুমি যা বল্‌ছো, আমার মনোমধ্যে কেবল মন্দটাই আগে দেখা দিচ্ছে। প্রানটা একান্তই অস্থির হয়েছে। ঘৃণিত স্ত্রীলোক বলে আমায় তাচ্ছল্য করো না ক্ষান্ত হও, তুমি নিঃসহায় তাতে অস্ত্রহীন, কি লয়ে যুদ্ধ কর্‌বে? বাণের বাণ অতি ভয়ানক তোমার কোমল শরীরে সহ্য হবে না। আমিই বা জেনে শুনে, কোন্ প্রাণে ঐ মহাকালস্বরূপ অসুর সম্মুখে যেতে দিতে পারি।

রাগিণী খাম্বাজ বিভাষ—তাল একতালা।

থাক্‌তে আমার প্রাণ, কালান্তের সমান, সে বাণ বিদ্যমান যেও না যেও না।
এমন নিদারুণ কথা, কয়ও না হে বৃথা, দাসীর প্রাণে ব্যথা, দিও না দিও না॥
ক্ষান্ত হওহে নাথ বাণের বিষম শর, সবে না যে তোমার কোমল কলেবর, দাসীর বাক্য ধর, ওহে প্রাণেশ্বর, রণে অগ্রসর হও না হও না॥

অনি। প্রিয়তমে! যে কোন কার্য্যে হোক যাত্রাকালে বাধা দেওয়া কি উদ্যম ভঙ্গ করা সেও একটা অমঙ্গলের চিহ্ন, বরং তাহাতে অনিষ্টপাতেরই সম্ভব। সেই দানবারি, দুষ্ট-দলন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, ত্রিলোকহতদর্প কন্দর্প পুত্র, এবং বীরাগ্রগণ্য যদুকুলোদ্ভব হয়ে একটা সামান্য অসুর ভয়ে ভীত হয়ে কাপুরুষের ন্যায় একটা স্ত্রীর কথায় বিরত হব। (কিঞ্চিৎ কোপে) কখনই নয়, আমি চল্লেম। (একটা সামান্য অর্গল হস্তে সৈন্য সম্মুখে বেগে গমন)।

(উষার কাতরস্বরে দুর্গার স্তব।)

মা! শুনেছি বনে, রণে, জলে, স্থলে যেখানে যে বিপদে পড়ে, একবার দুর্গা নাম কল্লে কোন বিপদ থাকে না। মা!

উষাহরণ—গীতাভিনয়।

আমি তোমার দাসী ঐ পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য কিছু জানি না, একবার দাসীর প্রতি কৃপা করে প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষা কর মা।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

এইবার আমি বুঝ্‌ব তারা তনয়ে তোর কত স্নেহ।
পিতা মোর প্রাণের বিপক্ষ স্বাপক্ষ আর নাই মা কেহ ॥
ত্বচ্চরণ করে সাধন, পেয়েছি প্রাণ পতি ধন,
আজ বুঝি মা হারাই সে ধন, এই ভয়ে কাঁপিছে দেহ ॥

দূত। মহারাজ! ঐ দেখুন সেই বীরপুরুষ দণ্ড হস্তে দাঁড়ায়ে আছে। আর ভয়ের লেশমাত্রও নাই।

(রাজা ক্ষণেক অনিমিষনেত্রে অনিরুদ্ধের
অবয়ব দেখে মন্ত্রির প্রতি।)

রাজা। অমাত্য! দেখ, ঐ কোমল কুসুম সুকুমার তরুণ বয়স্ক পুরুষকে দেখে আমার শরীর স্নেহরসে আর্দ্র হতেছে, এবং সৈন্য সংহার জনিত ক্রোধেরও অনেক শান্তি হয়েছে।

মন্ত্রি। মহারাজ আপনার মনে ত হতেই পারে, আমাদের মনে আর সেরূপ ভাব নাই। রাজপুত্রীর অনুরূপ পাত্রই হইয়াছে, আর ইহার রূপলাবণ্য দ্বারা বোধ হচ্ছে যে

জাতি কুল ইত্যাদিতে আপনার সহিত নিতান্ত অযোগ্য না হবেন। অতএব জনেক সেনাপতি দ্বারা উহাকে সমীপস্থ করে বিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যাক অভিমত হলে যথা বিধানে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন॥

রাজা। সৎপরামর্শ বটে, ওহে সেনাপতিগণ তোমারা অগ্রে উহার নিকট গিয়া প্রথমত মিষ্ট বাক্যে, না হয় কৌশলে, শেষে বল প্রয়োগ দ্বারা আমার নিকট আনয়ন কর।

সেনা। যে আজ্ঞা চল্লাম।

(প্রথমে মিষ্টবচনে অনিরুদ্ধের প্রতি)

ওহে রাজাজ্ঞায়, তোমাকে ভূপসমীপে যেতে হবে, কেন অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছ।

অনি। তোদের রাজার প্রয়োজন হয় আমার নিকট আস্‌তে বল আমি দৈত্যপতির আজ্ঞাধীন, কোন নরাধম নহি।

সেনা। তুমি বহুতর সৈন্য সংহার করেছ বলে ভীত হয়ে যেতে সাহস কর্চ্চো না তা ভয় নাই রাজা তোমার প্রাণ দণ্ড, বা দৈহিক কোন পীড়ন কর্‌বেন্ না তুমি চল কোন শঙ্কা নাই।

অনি। ওরে অসুরাধম? আমি তোদের রাজাকে সামান্য কীটের ন্যায় জ্ঞান করি সে ভয় কেন দেখাস্ ইচ্ছাহয় বলপূর্ব্বক আমাকে বন্ধন করে লয়ে যা, না হয় প্রাণ লয়ে প্রস্থান কর,।

সেনা। ওরে অজ্ঞান বালক, তুই বাণ রাজার বলবীর্য্য জানিস না, আর কতগুলি ক্ষুদ্র প্রাণী হীনবল সৈন্য সংহার করে, তোর এতদূর অহঙ্কার হয়েছে, তবে দেখ ওরে সৈন্যগণ যেরূপে হয় এই দুরন্তকে ধরে আন্।

অনিরুদ্ধ সংগ্রামে বহু সৈন্য সংহার,
দেখিয়া রাজা মন্ত্রির প্রতি।

মন্ত্রি দেখ ক্রমেই ঐ দুরন্ত বালকের হস্তে আমার অনেক সেনা নাশ হতে লাগল, এরূপ আর কিরূপেই বা সহ্য করি, সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হলো।

(এই বলে রাজা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধের নাগপাশ বন্ধন
এবং অনিরুদ্ধের আর্ত্তনাদ।)

রাগিণী পরজ—তাল মধ্যমান।

আজ জীবনান্ত হয় বুঝি বন্ধনে।
এই ছিল বিধাতার মনে, সাধে, বাদ সাধলি
আমার কি বিবাদ ছিল তোর সনে।
দুরন্ত দৈত্য সদর্পে আসি বিদ্যমান, নাগ
পাশে করে আবদ্ধ করে অপমান এ সময় কোথা
হে হরি, পিতা মোর শম্বরারি, কোথা রৈলে
প্রাণেশ্বরি, মরি তব অদর্শনে॥

রাজমহিষীর উষাভবনে গমন এবং
তৎ কর্ত্তৃক উষার ভৎসনা—

হাঁলা কালামুখী, কুলনাশিনী, তোর এত বুকের পাট্টা, কি সাহসে হল বল দেখি শুনি, ওমা মেয়ের এতস্পর্দ্ধা যে যা মনে হবে তাই করবি। একবারে রাজকুলে কালি দিলি, আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে তুই মেয়ে হয়ে জন্মে ছিলি, আমি কি, এই জন্য তোরে গর্ভে ধারণ করে কন্যাভ্রমে কাল সাপকে আপ্তনাশের জন্য প্রতিপালন করেছিলাম, হা পিতৃঘাতিনী, হা মাতৃ হন্তা পাপীয়সী তোর মনে এই ছিল, যে মাতা পিতার অপেক্ষা, করিলি না গুরুজনের ভয় রাখলিনা, কুল ধর্ম্ম লক্ষ করিলি না, জাত. মান, লজ্জা একেবারে জলাঞ্জলি দিলি ধিক তোর পিতা মাতাতে ধিক, তোর নারী জন্মেও ধিক্, তোর ধর্ম্ম কর্ম্মেও ধিক্ আত্মাভিমানেও ধিক্ তোর স্থনিত জীবনেও ধিক্, হাঁলা তোর মনে যদি এই ছিল, ভাল আমিত, মা, বেঁচে আছি মরিনি, পূর্ব্বে একবার বল্লেইত হত, আপনি না হয় সহচরীরে ত ছিল তাদের দ্বারা জানালেও ত আমি একটা সদুপায় কত্তাম, যেখানে, যে পুরুষকে তুই মনোনীত কত্তিস আমি রাজাকে বলে তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দিতাম, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন মধ্যে আমাদের অসাধ্য কি আছে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর, যক্ষ রক্ষ ইহার মধ্যে যাকে ইচ্ছা হত তাকেই সম্প্রদান কত্তাম।

আমার একটী মেয়ে, পাচটা নয়, মনে ছিল যে উষার বিয়েতে মনের সাধে দান ধ্যান নৃত্যগীতাদি দ্বারা, আমোদের এক শেষ করবো, না একবারে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত কল্লি এখন পরের ছেলেটীকেও মার্লি আপনিও মলি, আর আমাদেরও মাথা এককালে খেলি। বলি হাঁলা মাধবি! এ কাজ ত তোদের অজ্ঞাতে কখনই হয় নি, তোরাই ত এর মূলাধার, নৈলে তোরা কেন জেনে, শুনে, আমাকে আগে বলিস নি, থাক্ আগে রাজা আসুন্ তোদের চুল মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, নাক কান কেটে দেশের বার কর্বো তার পর যা হয় হবে।

(রাণীর প্রস্থান চিত্রলেখার সহিত চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ)

চন্দ্রা। চিত্রলেখা বলি তুমি আজ এমন বিষণ্ণ-ভাবে আস্‌ছ কেন, তোমার মুখ দেখে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, বলি রাজমহিষীর মহলে প্রিয়সখা অনিরুদ্ধের কোন কথা শুননি ত?

চিত্রা। সখি! সে কথা বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, শরীর কাঁপছে, মুখে কথা বেরয় না শুনলাম যে, মহারাজ, তাঁকে হস্ত পদ বন্ধন করে, বুকে পাষাণ দিয়ে কারাগারে রেখেছেন, প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

কি আর কব সে দুঃখ তোমাদের স্থানে।
কারাগারে অনিরুদ্ধ আছেন বন্ধনে ॥
ফুলহার ভার যার পক্ষে, পাষাণ চাপা তার বক্ষে
শুনে সহচরী দুঃখে মরি গো প্রাণে।
যে অবধি পতি হারা, কাঁদে উষা পড়ে ধরা,
তাই বলি এ কথা যেন না শুনে কানে ॥

চন্দ্রা। তাই ত সখি! এ কথা রাজনন্দিনী শুন্‌লে তখনই আত্মহত্যা হবে কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না। আহা! এমন সর্ব্বনেশে কথা শুনে আমাদেরই গা কাঁপ্‌ছে, যাব কি পা উঠছে না, তাতে সে শুন্‌লে কি আর বাঁচ্‌বে। যা হোক্ সেখানে সে একলা আছে, চল, আমরাও যাই,—এখন এক দণ্ডও তার কাছ ছাড়া হওয়া হবে না।

চিত্রা। তাই চল কিন্তু হঠাৎ যেন এ কথা প্রকাশ না হয়।

চন্দ্রা। হাঁ ভাই! তুই কি খেপেছিস্,—এও কি বলা যায়।

উষা। (সত্রস্ত হয়ে) সখি! যখন তোরা আমার কাছে আসিস্, হাস্যবদন দেখি। আজ্ এমন বিষণ্ণভাব দেখ ছি

কেন ? সত্য করে বল, প্রাণনাথের যুদ্ধের সংবাদ কি কিছু শুনেছ ?

চিত্রা। রাজনন্দিনি ! সমস্ত মঙ্গল, কোন চিন্তা নাই। রাজা তাঁকে পরিচয় লবার জন্য সভায় লয়েগেছেন, এই কথা শুনে এলাম।

উষা। না সখি ! তোমাদের মুখ দেখে আমার প্রাণ উড়ে গেছে, বল আর নাই বল, আমার প্রাণের মধ্যে কিবল অমঙ্গলই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রাগিণী খট বিভাষ—তাল একতালা।

বল আর না বল, বুঝেছি সকল, জিবন সচঞ্চল,
হতেছে আমার।
দেখি সকল অলক্ষণ, বুঝি বিলক্ষণ, অভাগি-
নীর কপাল ভেঙ্গেছে এবার ॥
যদি বল ভাল আছেন গুণমণি, তবে কেন প্রাণ
কাঁদে গো সজনী, কি হলো তাই শুনি, বল সত্য
বাণী, মনে জানি এবার নাহিক নিস্তার ॥

উষা। সখি ! তোমরা যাই বল, আমি মনে মনেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমার কপাল ভেঙ্গেছে। তা ভয় কি বল না কেন ? আমি যে দিন প্রাণেশ্বরকে সেই দুর্জ্জয় দৈত্যনাথের

সম্মুখে যেতে দিয়েচি, সেই দিনই আমার সকল সাধ ফুরা-য়েছে। তবে এই হতভাগিনী পতিঘাতিনী রমণীর কপালে এখনও আরও অনেক যন্ত্রণা আছে, তাইতে এই কঠিন প্রাণ বেরুচ্চে না। যা হোক সখি! আর কেন গোপন কর তো-মরা সত্য বল, এ কথা কখন ছাপা থাক্‌বে না। যদি আমার অদৃষ্টে তাই ঘটে থাকে, তা তোমরা বিবেচনা করো না যে এ হতভাগিনী এক দণ্ডও পতি বিরহ সহ্য কর্‌বে, শ্রবণমাত্রেই ছায়ার ন্যায় তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হব। শীঘ্র বল, নচেৎ এই দেখ তোমাদের সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি।

চিত্রা। তুমি স্থির হও, আমরা শপথ করে বল্‌ছি, তোমার প্রাণেশ্বর ভাল আছেন, তবে অন্যায়রূপে রাজার অনেক সৈন্য সংহার করায় কিছুদিনের জন্য কারাবদ্ধ করে-ছেন,—সেও আবার রাগটা পল্লেই মুক্ত কর্‌বেন, সে জন্য এত কাতর হইও না।

পারিপার্শ্বিক।

ধূয়া।

সখি মুখে শুনি বাণী, শিরে করাঘাত হানি
ধরাতলে পড়ে অচেতন।
ধরে তবে সখিগণ, কেহ করে বায়ু ব্যজন,
কেহ করে শলিল সিঞ্চন॥

সচেতন হয়ে তবে, উষা কান্দে উচ্চরবে,
মণিহারা সাপিনীর প্রায়।
বলে ওগো চিত্রলেখা, এই কি ভাগ্যে ছিল লেখা,
কি কথা শুনালি আজ আমায়॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

এঁকি কথা নিদারুণ সখি রে শুনালি এখন।
প্রাণপতির অদর্শনে এ পাপ জীবনে, আর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
জন্মান্তরে কত করেছিলাম পাপ, সেই জন্য এত পেলাম মনস্তাপ কি ধন লয়ে আর থাক্‌বো গো সংশারে, পতিধন রৈল বদ্ধ কারাগারে, ছি ছি ভাগ্যে এইকি ছিল, এত সহিতে হলো, হায় রে কি নিষ্ঠুর বিধি বিড়ম্বন॥

উষা। হা নির্দ্দয় পিতা! তোমার মনে এই ছিল? আগে এই পাপিনী কন্যার প্রাণ নষ্ট না করে, নিরাপরাধে প্রাণেশ্বরকে কারারুদ্ধ কল্লে। মণিময় মালা যাঁর বক্ষঃস্থলে অসহ্য হত; সেই হৃদয়কমলে প্রস্তর স্থাপন কল্লে, সুকোমল হস্ত পদ কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ কল্লে? রে নিষ্ঠুর বিধে! এত

দিনে কি তোর অভিষ্ট সিদ্ধি হল? এই নিরাপরাধিনী অবলাকে হত্যা করে কি তোর প্রভুত্ব বৃদ্ধি হবে? হায় আমার অদৃষ্টে এই ছিল, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নামের এই ফল হলো। মা! শুনেছিলাম তোমার নামে জগজ্জনের যমযন্ত্রণা মোচন হয়, লোকের কামনা পূর্ণ হয়, বিপদকালে একবার দুর্গা বলে ডাক্‌লে বিপদ থাকে না এই জন্যই মা! তোমার নাম একটী সর্ব্বমঙ্গলা। তবে এখন আপনার সে দীনদয়াময়ী নামের গুণ কোথা রৈল?

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এই গুণে দীনদয়াময়ী দুর্গা নাম ধরেছ ভবে।
মা বলে যে ডাকে যত তারে তত দুঃখ দিবে॥
দুর্গা নামে দুঃখ হরে, তাই ডাকি মা সকাতরে,
একবার তবু নয়ন মিলে চাইলি না শিবে;
তব চরণ স্মরণ করে, হারাই যদি প্রাণেশ্বরে,
তা হলে মা ত্রিসংসারে দুর্গা নাম আর কেউ না লবে।

(কারাগারে অনিরুদ্ধের বিলাপ।)

অনি। হা বিধাত! অপার মহাসাগর যাহারা ক্ষুদ্র গোষ্পদ পরম্পরা জ্ঞান করে অবশেষে একটা সামান্য আল

বালে পতিত হতে হলো, বৃহদাকার গিরিগণ অনায়াসে ভঙ্গ করে পরিশেষে একটা ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডে হত হতে হলো, বিশাল বিশাল বৃক্ষশ্রেণী তৃণের ন্যায় উৎপাটন করে শেষে একটা অতি ঘৃণিত লতা দ্বারা বদ্ধ হতে হলো; হায় ! আমার বীরদর্পেও ধিক্ ! অসার স্বার্থহীন জীবনেও ধিক্। এমন বৈরিবিনাশন যদুকুল এই হতভাগা দ্বারা অতঃপর কলঙ্কিত হোল। হে যাদবেন্দ্র পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কি জান্‌তে পাচ্ছ না যে, তোমার দুষ্টদমন দানবারী নামে কলঙ্ক হয়।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কোথা হে করুণাময় কৃষ্ণ, কংশ কৃন্তন।
বিরুদ্ধ বন্ধনে তোমার অনিরুদ্ধ হয় নিধন ॥
পিতামহ পীতাম্বর, থাক্‌তে পিতা পঞ্চশর,
দুর্গতি সহেনা আর, হে মধুসূদন ॥
এক বার দেখা দেও আমারে, বদ্ধ আছি কারা-
গারে, হৃদয়ের পাষাণ ভরে, বিদরে মম জীবন ॥

রে দগ্ধবিধে ! তুই এই অবিধেয় কার্য্য নিষ্পাদন করে কি লোকমণ্ডলীতে যশোভাজন হলি। কি স্বীয় স্বার্থ সাধন করিলি হায়, এমন সময় দুর্গতি নাশিনী দীনদয়াময়ী দুর্গা কোথা, মা ! এখন আপনি ভিন্ন আমার আর ত্রিভু-

বনে কে আছে, যে নামে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়, আমার এই সামান্য কারাবন্ধন মোচন হবে না।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

কোথা আছ মা বিপদ নাশিনী তারিণী গো।
এ দুঃখ দুস্তরে, বল কে নিস্তারে,
বিনা হর হৃদয়বাসিনী।
ও পদ কর্‌লে সাধনা কার বিপদ থাকে না মা,
তাই ডাকি শম্ভুললনা শুম্ভঘাতিনী, মা হয়ে সন্তা-
নের এত বিড়ম্বনা, নয়ন মিলে একবার দেখেও
ত দেখ্‌লে না, আমি মরি প্রাণে, ভয় নাহি মনে,
ও নামে কলঙ্ক হবে গো জননি!

অনি। কোথা প্রিয়সী উষা এসময় কোথা রৈলে, বুঝি আর তোমার সেই অকলঙ্ক বদন সুধাকর দর্শন কর্‌তে পারলাম না, সেই দুর্ল্লভ সহাস্য আস্যের অমৃত ধারাস্বাদে নৈরাস হলাম, আহা আর সেই মধুর কলকণ্ঠধ্বনি শ্রবণে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিতে পার্‌লাম না, আর বুঝি সেই অলোক সম্ভূত অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃষ্টি নেত্রসুখসম্ভোগে বিরত হলাম, হায়, যখন তোমার সেই পীয়ূষ পূর্ণ প্রবোধ বাক্য পরম্পারা লঙ্ঘন করে এই দুর্দ্দান্ত দৈত্যযুদ্ধে এসেছি, তখন আমার

এরূপ দুর্গতি হবে, তার বিচিত্র কি? যা হউক প্রিয়ে এখন তুমি কোথা রহিলে বুঝি এই কারাগারেই আমার প্রাণ যায়।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এ সময় প্রেয়সি, শশিবদনী, কোথা রহিলে বল না।
বিদায় হই জনমের মত বুঝি আর দেখা হলো না।
তব বাক্য তুচ্ছ করে, কেন আইলাম সমরে,
হৃদয়ের পাষাণ ভরে মরি সহে না
আশা ভরসা বিফল হল, সুখ সাধ ফুরায়ে গেল,
মনের খেদ মনে রহিল, এ দুঃখ মলেও যাবে না।

(নারদের প্রবেশ)

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

হরিনাম সরসে কর রসনা রস কীর্ত্তন।
গেলরে দিন গেল গেল এলরে দুষ্ট শমন।

মত্ত হয়েরে মন, তত্ত্ব হারাও কেন,
পরমার্থধনে কররে নিত্য সাধন ॥

নার। হায় ত, করচিই বা কি, কর্লামই বা কি, আর করবই বা কি, এখন থাকিই বা কি নিয়ে অনেক দিন হতে পৃথিবীটে স্থির আছে, ঝকড়া বিবাদত একেবারেই গেছে,। হায় ত আমার এমন ত্রিলোকবিজয়ী নারদ নামে কলঙ্ক হল, একেবারে ঝকড়া ঝাটির খেই হারিয়ে বশেছি, যা হোক একবার দেখ্তে হল, যদি কোন খানে কিছু থাকে।

(ক্ষণেক নয়ন মুদ্রিতে ধ্যান করে)

এইত বটে, আর যায় কোথা. তাইত বলি এমন অপ্রতিহত নাম মাহাত্ম্যটা কি একেবারেই যাবে। যাই একবার দৈত্যরাজ বাণভবনে যাই, সেখানে গেলেই মনোনীতটা পূর্ণ হবে, আর ভাবনা কি ? সেখানে একেবারে কাঠে আগুনে প্রস্তুত আছে, কেবল একটা ফুঁ দেবার অপেক্ষা।

(নারদের রাজভবনে প্রবেশ)

রাজা। আসুন আসুন দেবর্ষে প্রণাম হই, এক্ষণে কোথায় গমন হচ্ছে।

না। আর বাপু তোমাকেই একবার আশীর্ব্বাদ কত্তে

এলাম, অনেক দিন এ দিকে আশা হয় নাই, আরও একটা বিরুদ্ধ সংবাদ শুনে, ভাবলাম তবে যাই একবার দেখে আসি, কি আশ্চর্য্য ! একি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, ক্ষুদ্র ভেক হয়ে কাল সর্প আকর্ষণ করে, শুনে পর্য্যন্ত আপাদ মস্তক হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, বলি কিছু সমুচিত দণ্ড দেওয়া হয়েছে ত, ।

রাজা। আজ্ঞা হাঁ তবে এক কালে প্রাণের হানি না করে, সেই পাপিষ্ঠকে কারাগারে বুকে পাষাণ দিয়ে হস্ত পদ শৃঙ্খলে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

না। উত্তম হয়েছে উত্তম হয়েছে, তা হবে না কেন, তুমি কি একটা যেমন তেমন রাজা, তাই অবিবেচনার কার্য্য হবে, মেরে ফেল্‌লে ত এক দিনেই চুকে যেত, এখন যাবজ্জীবন কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করুক, । যা হউক কোন ক্রমেই ছেড় না। মহারাজ ও বেটাদের দশাই ঐ, আমি ওদের বিলক্ষণ জানি, ওর পিতামহ ত একটা লম্পটের শিরোমণি, বৃন্দা-বনটা একেবারে ছার ক্ষার করেছে, । গোয়ালা পাড়ায় আর সতী রাখে নি, সকলেরই পরকাল খেয়েছে। আর ওর বাপের কথা কি বল্‌বো, তার নাম মদন, লোকের কুল মজাবার গোড়াই সেই বেটা, তিনি যাঁর ঘরে একবার প্রবেশ করেন, তার আর কিছু বাকি রাখেন না, এত তারই ছেলে বিশ্বকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা,না হবে কেন এটা ওদের কৌলিক ধর্ম্ম,

এই বার ধরা পড়েছেন, যা হোক ধরেছ ত ছেড় না, ছেড় না, তবে আমি এখন চল্লাম।

(বিনা হস্তে নারদ হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে
কৃষ্ণের নিকট গমন।)

রাগিণী টোরি—তাল কাওয়ালি।

গাও আনন্দে রে গোবিন্দ গুণ বিণে।
সে নাম বিনে এ ভব সাগরে পার যে পাবিনে।
নিত্য চিত্তরে অনিত্য ভাবনা, করনা, করনা
এদিন যে রবে না হল নিকট, কাল বিকট, শেষে
প্রমাদ ঘটিবে হরির সাধন বিনে সে দিনে॥

নারদ। ঠাকুর প্রণাম হই ?

কৃষ্ণ। এস এস নারদ যে, আজ্ কি মনে করে বল দেখি ?

নারদ। আপনি ত নিজে আত্ম বিস্মৃত। এই সমস্ত পুত্র পৌত্রাদি লয়ে সংসার কচ্ছেন বটে; কিন্তু কোথায় কে থাকে তার ত তত্ত্বাবধান করেন না। আপনার পৌত্র অনিরুদ্ধ কোথা বলুন দেখি।

কৃষ্ণ। কেন অনিরুদ্ধ কি ঘরে নাই ?

নারদ। আজ্ঞা তা হলে আর জিজ্ঞাসা কর্‌বো কেন, আজ ছয় মাস হলো, সনিৎপুরে বাণকারাগারে বদ্ধ আছেন। তাঁর দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

যে দুঃখ আজ দেখে এলাম কি বল্‌বো কৃষ্ণ তোমারে।
বাণ কারাগারে তোমার অনিরুদ্ধ প্রাণে মরে ॥
কর পদ বদ্ধ শৃঙ্খলে, পাষাণ চাপা বক্ষঃস্থলে,
ভাসে কিবক্ষ নয়ন জলে, বল্‌ব কি প্রাণ বিদরে ॥

কৃষ্ণ। সে কি হে নারদ আমি ত এর কিছুই জানিনে। সত্যই কি আমার অনিরুদ্ধ বাণ কারাগারে বদ্ধ আছে।

নার। ঠাকুর কি বল্‌ব বদ্ধ হলেও ত ভাল হত, শুনলাম বক্ষঃস্থলে একখান বৃহৎ পাথর চাপান আছে, তাতে এত দিন জীবিত আছে কি না, বল্‌তে পারি নে।

কৃষ্ণ। ওহে নারদ তোমার কথায় যে আমার প্রাণ অস্থির হল, কলেবর কম্পিত হচ্ছে। হায় কি সর্ব্বনাশ! নারদ আর কি আমি সেই প্রাণাধিক অনিরুদ্ধের মুখচন্দ্র দেখ্‌বো রে?

নার। ঠাকুর এখনও যদি সত্বর গিয়ে উদ্ধার কর্‌তে পারেন্ বোধ হয় তা হলেও দেখ্‌তে পান্।

কৃষ্ণের দ্রুতপদে বলরাম ও অন্যান্য যাদব গণের
নিকট গমন ও কথোপকথন।

কৃষ্ণ। দাদা মহাশয়!

বলরাম। ভাই এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেন বল দেখি।

কৃষ্ণ। আর কি বল্‌বো আজ নারদের মুখে শুনলাম যে প্রাণাধিক অনিরুদ্ধ আজ্ ছয়মাস হলো বাণকারাগারে বদ্ধ আছে, এত দিন জীবীত আছে কি না সন্দেহ।

বল। কি বল্‌লে প্রাণপৌত্র অনিরুদ্ধকে সেই দুষ্ট অসুরাধম কারাবদ্ধ করেছে, সে কি ভাই তুমি এই বিষম অশুভ সংবাদ শুনে এখনও স্থির আছ, ধিক্! আমাদের বাহু-বলে এই ত্রিভুবনবিজয়ী অতুল পরাক্রান্ত ছাপ্পান্নকোটি যদুবংশীয়েরা জীবীতসত্বেও এই গর্হিত কার্য্য সহ্য কর্‌তে হলো। ভাই এখনই সসৈন্যে চল সেই দৈত্যাধমকে সবংশে ধ্বংশ করে, এই লাঙ্গলের দ্বারা সনিৎপুর উৎপাটন করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে আস্‌ব।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

চল চলরে চিত্ত চঞ্চল হতেছে আমার।
কটাক্ষে আজ সে বিপক্ষে সবংশে কর্‌ব সংহার।
ছি ছি আমাদের প্রাণে ধিক্, থাক্‌তে দুঃখ পায় প্রাণাধিক্, ওরে ভাই কি বল্‌ব অধিক, জ্বলে প্রাণ শুনে সমাচার॥

(ছাপ্‌পান্নকোটি যদুবংশীয় সহিত সমরসজ্জায় কৃষ্ণ, বলরামের সনিৎপুর যাত্রা।)

রাজা। ওহে মন্ত্রি!

মন্ত্রি। কি অনুমতি হয় মহারাজ?

রাজা। দেখ, আজ বুঝি আমার শিববাক্য সফল হয়, যেহেতু ঐ সম্মুখস্থ কেতু ভগ্ন হয়েছে, বোধ হয় এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হল, চিরপ্রার্থিত সমযোদ্ধার সহ সংগ্রামে আজ মনোভিষ্ট সিদ্ধি কর্‌ব। তুমি ত্বরায় সংবাদ লও, কোন্ বীর আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থী হয়ে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে।

দূতের প্রবেশ।

রাজদূত। মহারাজ! বড় বিপদ উপস্থিত। দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যদুবংশীয়েরা অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে সমরসজ্জায় আপনার রাজধানিতে প্রবেশ করেছে, বোধ হয় আপনার সহিত সংগ্রামের মানস,।

রাজা। ওহে অমাত্য, এ বড় আশ্চর্য্য কথা. সেটা ত গোকুলে গোপান্নে প্রতিপালিত, নন্দ ঘোষের বেটা, তার এত সাহস, যে ত্রিভুবনবিজয়ী বাণরাজ সমক্ষে সমর সজ্জায় উপস্থিত। কি, স্পর্দ্ধা, একটা ক্ষুদ্র মূষিক হয়ে কাল ভুজঙ্গ স্পর্শ করে! একবার জরাসন্ধ ভয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে ছিল, এবার প্রস্থানের কি উপায় স্থির করে এসেছে? যাহোক এবার তার যুদ্ধ সাধটা মিটাতে হবে। (সারথির প্রতি) সারথে!রথ প্রস্তুত কর।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

সাজরে সাজরে রথ রথি।

সহে না বিলম্ব, করিয়ে দম্ভ,

দামামা ডম্ফ, বাজায়ে সকম্প কররে ক্ষিতি।
ধর ধর মম বাক্য, কর বিনাশ বিপক্ষ
ক্রোধেতে কাঁপিছে বক্ষ,
রিপু ক্ষয়, করি জয়,
কর কররে সংগ্রামে সংপ্রতি ॥

অসংখ্য সেনা পরিবৃত বাণরাজের কৃষ্ণ
বলরাম সহিত, প্রথমতঃ বাক্যুদ্ধ।

রাজা। ওরে গোপ কুলাঙ্গার কৃষ্ণ! তোরা কোন সাহসে এই ত্রিলোক বিখ্যাত প্রবীর বাণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ছিস্ তোরা কি ভেবেছিস্ যে আমার এই অশনি সদৃশ শরনিচয় ব্যর্থ করে গৃহে প্রতিগমন কর্‌বি। রে নির্ব্বোধ। কেন অজ্ঞান অজার ন্যায় ব্যাঘ্রকবলে প্রবিষ্ট হচ্ছিস্, এখনও বলি সমর সাধ ত্যাগ কর, এও কি শুনিস্ নি যে আমার বাহুবলে সহস্রাক্ষ প্রভৃতি বীরগণ সদা সশঙ্কচিত্তে কালাতি বাহিত কচ্ছে। তুই একটা সামান্য গোপতনয় অতএব এখনই প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। রে দুরাচার অসুরাধম, এটা তোর ভ্রমসঙ্কুল বুদ্ধি, তুই মহাদেবের বরপ্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতার অবধ্য, সুতরাং সুখে রাজ্যভোগ কচ্ছিস্, এত দিনে তোর সে দর্পচূর্ণ হল। আমার হস্তেই তোর মৃত্যু নিশ্চয় বোধ কর।

এখন এই নিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণের উপায় দেখ। তুই যে সহস্র বাহুর অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিস্, এই অস্ত্রে তোকে ছিন্নশাখা তরুর ন্যায় নির্ভুজ কর্‌ব, সমর্থ হও রক্ষা কর।

এইরূপে উভয় দলের যুদ্ধারম্ভ,
কৃষ্ণ শরাঘাতে কাতর দৈত্যপতি মন্ত্রির প্রতি।

রাজা। মন্ত্রি! দেখ মহা মহাবীর সেনাপতি, বহুতর সৈন্য সহিত সমরশায়ী হচ্ছে। আমারও অরাতি নিক্ষিপ্ত বাণে শরীর অবসন্ন হতেছে, আর সহ্য হয় না। এখন উপায় কি বল দেখি?

মন্ত্রি। মহারাজ! এই সময় আপনার ইষ্টদেব দেবাদি-দেব মহাদেবের স্মরণ করুন্, সমস্তই মঙ্গল হবে।

(রাজার শিবস্তব।)

নমো দেব, মহাদেব, দীনভক্তবৎসল।
নির্ব্বিকার, সর্ব্বাধার, খর্ব্বকামকুশল॥
শিরে ভাল, জটাজাল, হাড়মাল ভূষণ।
গর্জ্জে ঘন, ফণিফণ, দুষ্ট দর্প দূষণ॥
বাঘছাল, মহাকাল, কটীতটে সাজিছে।
বাজে গাল, তালবেতাল, উর্দ্ধবাহু নাচিছে॥
ভাবে ভোর, শিঙ্গা ঘোর, ভভম্ভম বাদিত।
ঢলাঢল, হলাহল পানে ভোলা মোদিত॥

অৰ্দ্ধভানু, বিধুকৃশাণু, তিন নেত্র ধারক।
ব্যোমকেশ, ত্রিপুরেশ, মদনান্ত কারক ||
শুভঙ্কর, দিগম্বর, বৃষধ্বজ বাহন।
সৰ্ব্বময়, গুণত্রয়, নিত্য চিত্তমোহন ॥
আদি অন্ত, হে অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশন।
দীনে রক্ষ, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞনাশন ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল কওয়ালী।

কাতর কিঙ্করে করুণা কর শঙ্কর।
কটাক্ষে বিপক্ষ হতে রক্ষমে শুভঙ্কর ॥
বুঝি আজ ঘোর সমরে, মরিহে কৃষ্ণের শরে,
সহে না আর কলেবরে, করে অঙ্গ জ্বর জ্বর ॥

(স্তবতুষ্ট আশুতোষের
প্রবেশ।)

শিব। বৎস দৈত্যনাথ! এই যে আমি এসেছি,—ভয় কি এখনই তোমার রিপু নাশ করে কৈলাসে যাব, স্থির হও।

(নন্দি প্রভৃতি ভূতগণের প্রতি।)

শিব। অরে প্রমথগণ!

ভূতগণ। কি অনুমতি হয় ঠাকুর?

শিব। তোমরা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাণ-বৈরি কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদুবংশীয়দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ভুতগণ। যে আজ্ঞা প্রভু।

পারিপার্শ্বিক।

ধূয়া।

শুন শুন সভাজন, অতি অদ্ভুত ঘটন।
বাণযুদ্ধে আপনি সাজেন ত্রিলোচন॥
ঘোর শব্দ রঙ্গ নানা, ভূত প্রেত দৈত্য দানা
সঙ্গে ধায় বিকট দর্শন॥
ধেই ধেই থেই থেই নাচে রুদ্রগণ।
কার্ত্তিকেয় গণপতি, রণ মধ্যে মহারথি,
মহাযুদ্ধে হইল মগন॥
দৈত্যপতি বাণ পুনঃ ধরে শরাসন।
কুম্ভাণ্ড কুপাকর্ণ, বর্ষে বাণ নানা বর্ণ,
শরে করে শূন্য আচ্ছাদন॥
রণ স্থলে করেন শিব জ্বরের সৃজন।
পরশিয়ে যদু সৈন্য, করে সব অচৈতন্য,
কেহ কাঁপে পড়ে ধরাসন॥
দেখিয়া অনিষ্ট কৃষ্ণ স্থির করি মন।

ক্রোধে কাঁপে কলেবর, তাহে হল বিষ্ণু জ্বর,
স্পর্শমাত্র নিশ্চয় মরণ ॥
উভয় জ্বরের যুদ্ধ হইল তখন।
ক্রমে বিষম সংগ্রাম, করেন বিষ্ণু বলরাম,
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন যদুগণ ॥
হরি হরে যুদ্ধ যেন প্রলয় কারণ।
রণ শব্দ লম্ফ ঝাম্ফ, ত্রিলোকের হৃৎকম্প,
প্রমাদ গণিছে দেবগণ ॥
চারি দিক অন্ধকার স্তম্ভিত পবন।
করি মনে অনুমান, জৃম্ভন অস্ত্র সন্ধান,
শিবোপরি করেন তখন ॥
অলসে অবশ ভোলা নিদ্রায় অচেতন।
পেয়ে সেই অবকাশ, বাণ প্রতি শ্রীনিবাস,
ব্রহ্ম অস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥
ক্রমে ক্রমে কাটিলেন বাণের ভুজবন।
ভয়ে ভীত দৈত্যপতি, না দেখে উপায় অতি,
ব্যাকুল ভাবিয়ে মনে মন ॥

[library stamp]

(হরিহরের যুদ্ধে ভীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মার সহিত কথোপকথন।)

ব্রহ্মা। এস, এস, সুরগণ! তোমরা আজ এত ব্যস্তভাবে বিষণ্ণ চিত্তে আমার নিকট কি মনে করে? দেবলোকে কোন অশুভ ঘটনা আবার উপস্থিত হয় নি ত?

দেব। ঠাকুর সুধু দেবলোক নয়, এবার স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রভৃতি ত্রিলোকেরই অমঙ্গল। আপনি ত যোগাবলম্বনেই অচেতন থাক্‌বেন, কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধান লবেন না, এখন যে আপনার এই সমস্ত বিস্তীর্ণ সৃষ্টি এককালিন রসাতল গত হয়। ইত পূর্ব্বে এই স্বর্গপুরে যখন যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা নিবারণ হয়েছে, এবার আর নিবারণের উপায় নাই।

ব্রহ্মা। সে কি হে দেবরাজ! এর কারণ কি সবিশেষ আমার নিকট বর্ণন কর. এ যে অতি আশ্চর্য্য কথা।

দেব। প্রজাপতে! মর্ত্যলোকে একজন বাণ নামে ভীম তেজা মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যাধিপতি বাস করে, দেবাদিদেব মহাদেবের বরপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবনেই সদাসর্ব্বক্ষণ নানারূপ অত্যাচারারম্ভ করেছে, সংপ্রতি কোন একটা হেতু প্রযুক্ত নররূপি নারায়ণের সহিত তার তুমূল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং সেই দৈত্যপতি বাণের স্বাপক্ষে ভগবান ভবানিপতি

আপনি সগণে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের অশনি নিষ্পেষ সদৃশ ধনু নির্ঘোষ গভির গর্জ্জন এবং অসংখ্য সৈন্য কোলাহল প্রভৃতি নানারূপ ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন কম্পিত হয়েছে, উভয় দলের প্রচণ্ড শরানলে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ প্রায় হতেছে, এখন রক্ষার্থ উপায় স্থির করুন্।

ব্রহ্মা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে চিন্ত করিয়া।) হে দেবশ্রেষ্ঠ! হে বৃন্দারকবৃন্দ! তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন, স্থির হও, এই উপস্থিত সংগ্রামে ত্রিলোকের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই, তবে এ কিবল দানবদমনের জন্য ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ সকরে করবাল ধারণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এবং ভক্তবৎসলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হেতু সদাশিবও প্রিয় শিষ্য বাণের স্বাপক্ষে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তাতে সংসার নাশের কোন আশঙ্কা নাই। এক্ষণে তোমরা নির্ভয়চিত্তে একবার কৈলাসপুরে ভগবতী শিবানীর সমীপে গমন কর। তিনিই এই সকল নিবারণের উপায় কর্বেন।

দেব। যে আজ্ঞে ঠাকুর, তবে আমরা এক্ষণে কৈলাসধামে চল্লেম।

(দেবগণের কৈলাসপুরে পার্ব্বতীর সমীপে উপনীত এবং প্রার্থনা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কোথা মা সর্ব্বমঙ্গলে।

সর্ব্বাণী শঙ্করী শিবে, সভয়ে শরণাগত সুরাসু-
রাদি সকলে।
হইয়ে কৃষ্ণে অপ্রীতি, সংঙ্কর সংগ্রামেব্রতি,
আজ বুঝি মা সৃষ্টি স্থিতি, একবারে যায় রসা-
তলে ॥
কে আছে আর ত্রিসংসারে, এ বিপদে রক্ষা করে,
তাই তোরে আজ সকাতরে, ডাকি দুর্গা দুর্গা
বলে ॥

দুর্গা। এস এস দেবগণ আজ তোমরা আমার নিকট যে জন্য এসেছ তা আমি সকলই অবগত আছি, এবং আমিও এখনই মনে মনে চিন্তা কচ্ছিলাম, তা এসেছ ভালই হয়েছে। আমি অবিলম্বেই সেই সমরক্ষেত্রে গিয়ে সকল বিবাদ নিবারণ কর্‌ছি তোমারা নিঃশঙ্ক মনে সস্থানে গমন কর।

(ভগবতীর রণস্থলে উপনীত এবং
মহাদেবের প্রতি)

দুর্গা। একি ঠাকুর! তুমি কি একেবারে উন্মত্ত হলে, স্থির হও স্থির হও, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সদসদ্বিবেচনা না ক'রে, একেবারে অজ্ঞানেরন্যায় কার সঙ্গে এই তুমুল সংগ্রামে

প্রবৃত্ত হয়েছ, কার জীবননাশের জন্য প্রচণ্ড শূল দণ্ড হস্তে ধারণ করেছ, কার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ কচ্ছ, এবং কার সঙ্গেই বা সমর জয়ের প্রত্যাশা কচ্ছ। হে প্রমথ পতে! ক্রোধবেগ সম্বরণ কর, রণে ক্ষান্ত হও।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ক্ষান্ত হও হে নাথ, ভ্রান্ত কেন এত, জীবের জীবনান্ত, হয় হে ত্রিলোচন।
কেন ধরাতল, দেওহে রসাতল, ধৈর্য্যধর কর ক্রোধ বিমোচন।
বল শুনি তোমার এ কোন অনুভব, হরি হরে রণ একি অসম্ভব, অভেদাত্মা উভয়েতে জানে সব, তবে কেন আজ সমরে মগন।

শিব। পার্ব্বতি তুমি যা বল্‌ছ সকলি সত্য, তবে কি না বাণ আমার পরম ভক্ত, অধিক কি, কার্ত্তিক গণপতি অপেক্ষাও প্রিয়তর, আরও দেখ ভক্তের মনবাঞ্ছা পুর্ণ না কল্লে আমার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হবে, ভক্তের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয় তাও ত তুমি জান।

দুর্গা। নাথ! তা সত্য, তবে কি না বাণরাজার প্রতি তুমি যেরূপ দয়া প্রকাশ করেছ, তা অন্যের প্রতি দূরে থাক

আমাদের উপরও তত দূর সম্ভবে না, দেখ, তোমারই বর-প্রভাবে অমরত্ব লাভ করে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রভৃতি ত্রি-লোক বিজই হয়ে একাধিপত্য কচ্ছে, আরও দেখ যার পর নাই অখিলব্রহ্মাণ্ড নাথ নারায়ণের সহিতও আজ সংগ্রামে অপ্রতিহত বলবীর্য্য প্রকাশ কচ্চে, এবং তুমিও আপনি এসে এই দৈত্যপতির মঙ্গলোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কচ্চ ; (বাণের প্রতি প্রবোধ বাক্য) ওরে বাপু দৈত্য-নাথ ! তুমি কি এখনও জান্‌তে পাচ্ছ না যে কার সঙ্গে বি-বাদারম্ভ করেছ, এখনি যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে ঐ দানবারী বৈকুণ্ঠ-বিহারীর শরণ লও, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করো না।

বাণ। মাতঃ ! আপনার করুণা গুণে এ দাসের আর অবিদিত কিছু নাই, তবে আমার চিরাভিলাষ এত দিনের পর আজ পূর্ণ হলো।

দুর্গা। তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও আমরা কৈ-লাসে গমন করি।

বাণ। যে আজ্ঞা মা?

দেবীর মহাদেবকে সগণে লইয়া
কৈলাশে গমন এবং বাণের
কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণে স্তব।

নমস্তে নারায়ণ নরসিংহ রূপ।
বেদ বিধি ধর্ম্ম কর্ম্ম, তুমি সকলের মর্ম্ম,
তুমি নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ॥

নমস্তে জগন্নাথ জয় জনার্দ্দন।
মুগ্ধ করি মায়াবলে, গোকুলেতে লীলা ছলে,
ধরিলে হে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
নমস্তে বাসুদেব দেব দামোদর।
তুমি অনাদি অন্ত, সকলেরই আদি অন্ত,
হে অপার মহিমাসাগর ॥
নমস্তে দয়াময় দেবেশ দীনবন্ধো।
গোবিন্দ গোলোক স্বামী, রাধিকারমণ তুমি,
রাসরসিক রসসিন্ধো ॥
নমস্তে মধুসূদন মুকুন্দমুরারী।
তুমি রাম রমাপতি, অগতি জীবের গতি,
কংশধ্বংসকারী দর্পহারী ॥
নমস্তে শ্যামসুন্দর সত্যসনাতন।
নিত্যানন্দ নিরাকার, নিখিল জন নিস্তার,
নির্ব্বিকার নিত্যনিরঞ্জন ॥
নমস্তে করুণাময় কৃষ্ণ কেশব।
ভজন সাধন হীনে, রাখ কৃপা করি দীনে,
দয়াময় নামের গৌরব ॥

(স্তব তুষ্টে শ্রীকৃষ্ণের অভয় দান।)

কৃষ্ণ। ওহে দৈত্যরাজ! ক্ষান্ত হও। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, এক্ষণে ত্বরায় আমার পৌত্র অনি-

রুদ্ধকে কারামুক্ত করে আমার সম্মুখে আনয়ন কর, এবং তোমার কন্যা উষাকে এই শুভযোগে নববীর অনিরুদ্ধকে সম্প্রদান কর। আর দেখ তোমার জন্মান্তরিত পুণ্য ফলে এরূপ দুর্ল্লভ সংযোগ হয়েছে, মহাকালাভিধান দেবাদি-দেব মহাদেব স্বগণে উপনীত হয়েছেন, সবংশে আমিও আগমন করেছি, এবং তোমার স্বগণ সকলই বিদ্যমান আছে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মধ্যে, দেবতা গন্ধর্ব্বাদি এবং দিক্‌পালদিগের কৃতসাধ্যে এরূপ অসংখ্য লোক একত্রে সমবেত হওয়া অতি কঠিন। অতএব এই সুরাসুরবেষ্টিত সভায় তুমি স্বীয় সৌভাগ্যগর্ব্বে হৃষ্টচিত্তে কন্যা দান কর।

রাজা। যে আজ্ঞা ঠাকুর, এদাসের আর কোন আপত্ত্ব নাই।

(রাজার অমাত্য সহিত অনিরুদ্ধের কারামুক্ত
ও উষা আনয়নার্থে গমন।)

রাজা। ওহে মন্ত্রিন্! সকলই ত দেখ্‌লে, এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

মন্ত্রি। মহারাজ শুভস্যশীঘ্রং বিশেষত এরূপ সৌভাগ্য ঘটনা, ভবাদৃশ মহারাজগণেরও অতি দুর্ল্লভ। অতএব আমাদের বুদ্ধিমতে ইহাতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব বিধেয় নহে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

তুমি করহে ভূপতি উষাবতী সমর্পণ। এযে বিধাতা নির্ব্বন্ধ প্রজাপতির শুভ সংঘটন। রূপ গুণ কুল মর্য্যাদা, হয় তব যোগ্য জামতা, শুভস্যে বিলম্ববৃথা, নাহি আর কোন প্রয়োজন।

রাজা। তবে তোমরা অন্তঃপুরমধ্যে রাণীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করে দিব্যবস্ত্র মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা উষাবতীকে সভামধ্যে লয়ে এস। আমি যদুবীর অনিরুদ্ধকে লয়ে কৃষ্ণ সমীপে গমন করি।

(মন্ত্রিদ্বয়ের অন্তঃপুরাভিমুখে গমন।)

(কারাগার প্রস্থিত রাজা বিনিতভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি।)

বৎস! আমা হতে তুমি যে সমস্ত দুঃসহনীয় কষ্ট অনুভব কর্‌লে আজ সে সকল দোষ ক্ষমা কর আমার দূরাদৃষ্টবশতই এই সকল অন্যায় কার্য্য হয়েছে, কি কর্‌বে সমস্তই গ্রহবৈগুণ্যের ফল।

অনি। মহারাজ! আপনার দোষ কি, আমারই কৃতাপরাধের ফল ভোগ হল, এখন আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা। বৎস! এই রত্নময় বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করত

আমার সহিত এস, তোমার পিতামহ প্রভৃতি যদুকুল তোমার প্রতিক্ষায় সভাসীন আছেন।

(রাজার অনিরুদ্ধকে সর্ব্ব সমক্ষে কন্যাদান তদুপলক্ষে আনন্দোৎসব, এবং অনিরুদ্ধ ভিন্ন সকলের স্বস্থানগমন।)

(বাসগৃহে উষা অনিরুদ্ধের কথোপকন।)

প্রিয়ে, মুখাবনত করে রৈলে কেন? এখন একবার পুর্ব্ব-ভাব প্রকাশী সহাস্য বদনে প্রিয় সম্ভাষণরূপ অমৃতরাশি বর্ষণে বিরহতাপিতাঙ্গ শীতল কর, গতশোকসূচনার সময় এ নয়, আমার কার্য্যবিপাকে এ সমস্ত হয়েছে। তোমার দুঃখানুভবের বা লজ্জার আবশ্যক নাই। প্রিয়ে! অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়, শরিরীদিগের কখন অভাবনীয় দুঃখ কখন বা অসীম সুখ সম্ভোগ হয়, সে বিষয়ে দুঃখিত হওয়া অবৈধ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

না হয় খণ্ডন, অদৃষ্টের লিখন, তা কি জান না হে প্রাণ কান্তে।
কভু সুখ পারাবার, কভু দুঃখের ভার, বহিতে হয় হে জীবের দেখ দৃষ্টান্তে॥

আমরা ত সামান্য মানবে উৎপত্তি, পূর্ণব্রহ্ম রাম অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন কোথা বনবাসে গতি, অদৃষ্টের ফল কে পারে জান্তে ॥

উষা। নাথ! যা বল্‌ছ সকলই সত্য কিন্তু আমা: এই দুঃখ যে, তোমার সকল দুঃখের কারণই আমি, এই অভাগিনীর জন্যই ত বিষম যন্ত্রণা সমস্ত তোমাকে অকারণ সহ্য কর্‌তে হল। সখা তোমাকে আর এ পাপমুখ ক্ষণকালের জন্যও দেখাতে ইচ্ছা হয় না, আমার নারীজন্মে ধিক্, দেখ রমণী হয়ে নিজপতি পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হয়ে কোথা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান্ কর্‌বো, না স্বীয় প্রাণেশ্বরের অসীম দুঃখের কারণ হলাম।

রাগিণী টরী—তাল একতালা।

শেষে কি হে আমার কপালে এই ছিল।
প্রাণ ধরে প্রাণপতির দুঃখ দেখিতে হল।
এ নারী জীবনে ধিক্, কি বল্‌ব হে প্রাণাধিক্, চিরদিন কাঁদিতে কেবল জনম গেল, আমার জন্য মনে কত, যন্ত্রণা সহিলে নাথ, এ দুঃখ মোর জনমের মত, মনে রহিল।

অনিরুদ্ধ। প্রেয়সি! তোমার দোষ কি বল দেখি, আমি যেমন কর্ম্ম করেছি তদ্রূপ ফল লাভও হয়েছে। আমার মনে কিছু মাত্র আক্ষেপ নাই। তুমি কেন লজ্জিতা বা তজ্জন্য অনুতাপিতা হচ্ছ।

ঊষা। আর্য্যপুত্র! তুমি বল্‌ছ বটে, কিন্তু তোমার সেই কারারুদ্ধ প্রভৃতি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণাবধি, আমি যে জীবিত আছি কেন বলিতে পারি না। পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হবার নয়, কঠিন প্রাণ নির্গত হবার নয় বলেই সেই সমস্ত দুঃসহ যন্ত্রণা, অর্থাৎ হস্তপদাদি শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ, বক্ষস্থলে পাষাণ স্থাপন প্রভৃতি নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণেও আমার মরণ হয় নি।

অনি। প্রাণাধিকে! তুমি যাই বল, আমার সেই কারাবন্ধনাদি যাতনা তোমার অদর্শন দুঃখাপেক্ষা অধিক নহে, এখন তোমার বদন সুধাকরের পীযূষপূর্ণ বাক্য শ্রবণে আর সে সকল যন্ত্রণার লেশ মাত্রও মনে নাই। তোমার বিরহ বেদনাপেক্ষা বন্ধনদুঃখ অতি সামান্য জ্ঞান ছিল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

সামান্য বন্ধনে, তত দুঃখ ভাবি নাই মনে,
যত তব অদর্শনে।

পাষাণ হৃদে সহিত, সবদুঃখ দূরে যেত, যখন তোমায় মনে হত, লো বিধুবদনে ॥

সম্পূর্ণম্।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা প্রকাশিত।